NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ উদযাপিত হওয়া উচিত রাজ্যে-সম্পর্কিত তারিখে

পাটক্ষেত থেকে মহিলার খণ্ড-বিখণ্ড দেহ উদ্ধার, আটক ১ ৬

কলকাতা ২৪ জুন ২০২৪ ৯ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.6.2024, Vol.18, Issue No. 15 8 Pages, Price 3.00

আজ অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন

গোড়াতেই গরম হবে কি সংসদ?

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: আজ, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে অষ্টাদশ লোকসভার অধিবেশন। ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ সাংসদের শপথ গ্রহণ হবে। প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মহতাবের তত্ত্বাবধানে হবে সাংসদদের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান। তবে প্রথম দিনই এনডিএর সঙ্গে ‘ইন্ডিয়া’ সংঘাত হতে পারে বলে আশঙ্কা। কারণ প্রোটেম স্পিকারের নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে মোদি সরকারের সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে বিরোধীরা। সোমবার সাংসদদের শপথগ্রহণের সময় সেই বিরোধিতার আঁচ লাগতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

এদিকে, নিটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তপ্ত হয়ে রয়েছে রাজনীতির আঙিনাও। বিরোধীদের নিশানায় রয়েছে মোদি সরকার। সেই আবহেই সোমবার শুরু হচ্ছে লোকসভার অধিবেশন। ফলে তা নিয়েও সংসদে বাদল অধিবেশনে পারদ চড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ৪ জুন লোকসভার ফল প্রকাশের পর নতুন লোকসভার প্রথম অধিবেশন বসবে সোমবার। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের ২৯২ জন, বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র ২৩৩ জন এবং অন্যান্যদের ১৮ জন সাংসদ শপথগ্রহণ করবে। শপথগ্রহণের প্রক্রিয়া চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। সোমবার সকাল ১১টা থেকে শপথগ্রহণের শুরুতেই প্রথম শপথ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে লোকসভার দলনেতা বলে ঘোষণা করবেন প্রোটেম স্পিকার। তারপর বিভিন্ন রাজ্যের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাংসদদের নাম ডাকা হবে। ফলে অসমের সাংসদরা আগে শপথগ্রহণের সুযোগ পাবেন। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সাংসদরা সবার শেষে শপথ নেবেন।

লোকসভার অধিবেশন শুরুর আগে সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর তত্ত্বাবধানে প্রোটেম স্পিকার হিসাবে শপথ নেবেন ওড়িশার কটকের সাতবারের সাংসদ ভর্তৃহরি। তারপর তিনি সংসদে পৌঁছে সাংসদদের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান শুরু করবেন। এই কাজে প্রোটেম স্পিকারকে সাহায্য করার জন্য বিরোধী দলের নেতাদের নিযুক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি। প্রোটেম স্পিকারের প্যানেলে রাখা হয়েছে কংগ্রেসের কে সুরেশ, তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডিএমকের টি আর বালুকে। কিন্তু বিরোধীরা এই দায়িত্ব গ্রহণ না করার কথা ভাবছেন। সেক্ষেত্রে প্রোটেম স্পিকারের প্যানেলে শুধুমাত্র বিজেপির রাধামোহন সিং ও ফাগ্গন সিং কুলস্তে থাকবেন। সাংসদদের শপথ নেওয়া হয়ে গেলে আগামী ২৬ জুন লোকসভার স্পিকার নির্বাচন হবে। তারপর ২৭ জুন লোকসভা এবং রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি। আগামী ২ বা ৩ জুলাই সংসদের বিতর্কে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর।

প্রোটেম স্পিকারের দায়িত্ব সাধারণত লোকসভার সবচেয়ে বরিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ সাংসদকে দেওয়া হয়। সে দিক থেকে মনে করা হয়েছিল, এ বার এই দায়িত্ব পাবেন কংগ্রেসের আট বারের সাংসদ কে সুরেশ। কিন্তু তাঁর পরিবর্তে সাতবারের সাংসদ ভর্তৃহরিকে এই দায়িত্ব দেওয়ায় শুরু হয় বিতর্ক। কংগ্রেসের অভিযোগ, দলিত বলে সুরেশকে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়নি। মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর দাবি, সুরেশ টানা আটবারের সাংসদ নন। মাঝে দু’বছর তিনি ভোটে হেরেছিলেন। কিন্তু ভর্তৃহরি টানা সাতবার সাংসদ পদে রয়েছেন। প্রোটেম স্পিকারের বিষয়ে বিরোধীরা লোকসভা অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই সংঘাত শুরু করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ডিজিটালে জঙ্গি-জাল, এদেশে মাথা হাবিবুল্লাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্য পুলিশের এসটিএফের হাতে ধৃত নয়া জঙ্গি গোষ্ঠীর মাথা বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত কাঁকসার মীরেপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ হাবিবুল্লাকে রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ধৃত হাবিবুল্লাকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয় মহকুমা আদালতের বিচারক। ওই যুবককে শনিবার রাজ্য পুলিশের এসটিএফের একটি দল গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কাঁকসা থানা থেকে হাবিবুল্লাকে কলকাতার উদ্দেশ্যে আনতে সন্ধ্যা ৭টায় রওনা দেয় এসটিএফ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহম্মদ হাবিবুল্লা বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের সদস্য। এই সংগঠন বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশেও বেশ কিছুদিন ধরে সক্রিয়। আনসার আল ইসলাম ওরফে শাহাদত নামে পরিচিত এই সংগঠন। একটি অ্যাপের মাধ্যমে সংগঠনটি চালানো হত। সেই অ্যাপের মাধ্যমে হাবিবুল্লা তথ্য আদান প্রদান করত। হাবিবুল্লার ল্যাপটপ ও মোবাইল ঘেঁটে এমনই তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে এই জঙ্গি সংগঠন ভারতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারপর থেকেই এনআইএ ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফ নজরে রাখে তাদের গতিবিধির ওপর। সেই সূত্র ধরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর, ধৃত মহম্মদ হাবিবুল্লাহই ভারতে শাহাদাত পরিচালনা করত। এদেশে জঙ্গি মডিউলের ‘মাথা’ সেই। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা, তার তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ। শনিবার তাঁর বাবাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে ভোররাতে তার বাবাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, মানকর কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র বছর কুড়ির হাবিবুল্লা পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের ল্যাপটপ নিয়েই সময় কাটাত। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে আশি শতাংশের বেশি নম্বর নিয়ে পাশ করেছিল মহম্মদ হাবিবুল্লা।

জানা গিয়েছে, বেশ কিছু টেলিগ্রাম গ্রুপের অ্যাডমিন ছিলেন তিনি। সেখানেই বিভিন্ন ছবি, ভিডিও তিনি পোস্ট করতেন। তার পাশাপাশি অ্যাপের মাধ্যমে সংগঠনের সে কাজ করত। কারা তার গ্রুপে যুক্ত ছিল তাদের সন্ধানে নেমেছে এসটিএফ। এই হাবিবুল্লাহ নব্য এই মডিউল ডিজিটাল মাধ্যমের দ্বারা জাল বিস্তার করতে চেয়েছিল। ইউটিউব চ্যানেল খোলারও প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। এর পাশাপাশি আইএসআইএস-এর মতো পতাকা তৈরি করেছিল। এছাড়াও তিরিশটি ইমেল আইডির তথ্য। বাংলাদেশে এই মডিউল ‘শাহাদাত’-এর দুই সদস্য জালে পড়তেই জানা যায় নব্য এই মডিউলের সক্রিয়তা। সদস্যদের আফগানিস্তানে পাঠিয়ে তালিবানের হাতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও সামনে এসেছে।

কী ভাবে সে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হল তা নিয়ে হতবাক এলাকার মানুষ। এলাকায় আতঙ্ক থাকায় সকাল থেকেই গোটা এলাকা থমথমে রয়েছে। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির বাইরে সে সচরাচর বের না হলেও, বাইরে বেরলে সে বন্ধুদের পিছনে মোটা টাকা খরচ করত। হয়তো বন্ধুদের তার লাগজারি জীবন দেখিয়ে সংগঠন বাড়ানোর কৌশল ছিল তার। কোথা থেকে সে টাকা পেত কী ভাবে তার কাছে টাকা আসত, তার উৎস খুঁজছে এসটিএফ। জানা যাচ্ছে, জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন শীর্ষ নেতাই এই ‘শাহাদাত’-এর প্রতিষ্ঠাতা। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর জেএমবির রাজ্যের নেটওয়ার্ক প্রকাশ্যে আসার পরেই আদর্শগত কারণে ভাঙন ধরে জেএমবি সংগঠনে। এক অংশ আইসিস মতাদর্শে এগোতে চায়। অন্য অংশ জেএমবির সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যেভাবে আলকায়দা মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল সেই পথে। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর শীর্ষ সংগঠক সালাউদ্দিন ওরফে ‘বড় ভাই’। সালাউদ্দিন বাংলাদেশে না ফিরে ভারতেই ঘাঁটি করে। সালাউদ্দিন, আলকায়দা পন্থীদের নিয়ে ‘জামাতুল মুজাহিদিন হিন্দ’ নামে সংগঠন তৈরি করে। এই রাজ্য এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠন বিস্তার করে। এদিকে জেএমবির অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে বাংলাদেশে আইসিস এবং আল কায়েদাপন্থী দু’দলের অনেক সদস্য ধরা পড়ে। এরপরেই, বাংলাদেশের আনসার আল ইসলামের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এগোন শুরু সালাউদ্দিনের। বাংলাদেশে পর আনসারের কর্মী ধরপাকড়ের পর নতুন সংগঠন ‘শাহাদাত’ তৈরি হয়। ভারত থেকে সালাউদ্দিন ওই সংগঠক নিয়ন্ত্রণ করে।

তিন সপ্তাহ আগে আনসার এবং নতুন সংগঠনের তিন শীর্ষ নেতা বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হয়। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে আরও খবর, এরপরেই সালাউদ্দিন ভারত থেকে অডিও বার্তা দেন দলের কর্মীদের। নির্দেশ দেন অবিলম্বে বাকি সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ হওয়ার। এরপরেও দু’ দিন আগে চট্টগ্রাম থেকে দু’জন গ্রেপ্তার হয়। সেই সূত্র ধরে গ্রেপ্তার হয়েছে মহম্মদ হাবিবুল্ল। আপাতত হাবিবুল্লাহকে জেরা করে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর শীর্ষ সংগঠক সালাউদ্দিন ওরফে বড় ভাইয়ের হদিশ করছেন গোয়েন্দারা।

একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশের এসটিএফের তরফে জানানো হয়েছে, এই জঙ্গি ‘বিপ’ নামে একটি গোপন রহস্যময় মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখত।

ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আবার উত্তপ্ত সন্দেশখালি। এবার তৃণমূল করার দায়ে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত বিজেপি নেত্রীদের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নিগৃহীতা মহিলা।

তিনি তৃণমূলকে সমর্থন করেন, এই ‘অপরাধে’ সন্দেশখালির খুলনার বাসিন্দা দীপালি মণ্ডল নামে ওই মহিলাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি। দীপালির অভিযোগ, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূলকে সমর্থন করেন। বিজেপির লোকজন তাঁকে একাধিকবার তৃণমূল না করার হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু মহিলা তাঁদের কথা পাত্তা না দিয়ে তৃণমূলকেই সমর্থন করে যান। এরপর ওই মহিলাকে লাঠি দিয়ে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় তাঁকে সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী কালে খুলনা হাসপাতালেও তাঁর চিকিৎসা হয়। আপাতত তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপির হাতে নিগৃহীতা ওই মহিলার দাবি, ‘আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল করি, ওরা বিজেপি করে। আমরা কেন তৃণমূল করছি, সেই হিংসায় আমাকে মারধর করল। বিজেপির জনক মণ্ডল, অপর্ণা মণ্ডল আমাকে লাঠি দিয়ে মেরে ফেলে দেয়। তারপর লাথি, ঘুষি, চড় মারতে থাকে। মোট পাঁচজন আমাকে মেরেছে। ওরা সবাই বিজেপি করে। কিন্তু আমরা বিজেপি করব না, তৃণমূলই করব।’

ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় একজনকেও এখনও গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারেনি পুলিশ।

ছেলেধরা গুজবে আবার বেদম মার

বনগাঁ-গাইঘাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা ও বনগাঁ: ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির অভিযোগ উঠল একযোগে গাইঘাটা ও বনগাঁয়। শিশু চুরির গুজব সন্দেহে এক ভবঘুরে ব্যক্তিকে গণপিটুনির অভিযোগ ওঠে। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার ঠাকুরপল্লি এলাকায়। গাইঘাটায় ছেলেধরা সন্দেহে যুবককে গণধোলাই দেওয়ার অভিযোগ, পুলিশের সহযোগিতায় উদ্ধার যুবক। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বনগাঁর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং গাইঘাটা ঘটনায় চিহ্নিত করার কাজ চলছে। যাঁরা গুজব ছড়াচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজা।

জানা গিয়েছে, বনগাঁয় মারধরের জেরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ভবঘুরে। স্থানীয় ক্লাব সম্পাদক নির্মলেন্দু বিশ্বাস বলেন, ‘রাতের বেলা এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে লক্ষ্য করে বাসিন্দারা। শিশু চুরির সন্দেহে তাঁকে মারধর করা হয়। আমরা সেখানে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দিই। পুলিশ এসে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বন্দনা দাস কির্তনীয়া বলেন, ‘প্রত্যেককে বারবার করে বলা হয়েছে কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। সন্দেহজনক কাউকে দেখলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।’ ঘটনার তদন্তে নেমেছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

বনগাঁর পর গাইঘাটায় ছেলেধরা সন্দেহে যুবককে গণধোলাই দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করে আটকে রাখে গ্রামবাসী। খবর পেয়ে গাইঘাটা থানায় পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার বেড়িগোপালপুর এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, দিনকয়েক ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন যুবক। এদিন সকালে বেড়িগোপালপুর বাজারে এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢোকেন বলে অভিযোগ।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, বাড়ি ঢুকে তাঁদের মেয়েকে ইশারায় ডাকছিল। যুবকের চোখের দিকে তাকানোর পর মেয়ে জ্ঞান হারায়। তখন ওই যুবককে ধরতে গেলে তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এরপরই এলাকার লোক তাঁকে ছেলেধরা সন্দেহে ধরে মারধর করে এবং একটি ঘরে আটকে রাখেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার পুলিশ এসে যুবককে উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ছেলেটি কিছুটা মানসিক ভারসম্যহীন।

অলোক দেবনাথ বলেন, ‘এই যুবক আচমকাই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন, আমরা দেখেই স্থানীয়দের বিষয়টি জানাই। তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন, পুলিশ এসে ছেলেধরা যুবককে নিয়ে যায়। আমরা কেউ মারধর করিনি।’ স্থানীয় বাসিন্দা আজমীরা মণ্ডল বলেন, ‘যুবককে দেখে আমাদের সন্দেহ হয়। স্থানীয় বাসিন্দা সবাই এসে দেখি একটা বাড়িতে ঢুকেছে আমরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ আসে তাদের হাতে তুলে দিই।’ তবে এই ঘটনায় পুলিশ ভাইরাল ভিডিও দেখে মারধর করা ব্যক্তিদের খোঁজ চালাচ্ছে গাইঘাটা থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে শিশু চুরি সন্দেহে মারধরের একের পর এক ঘটনা ঘটছে গোটা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। বারাসত, দত্তপুকুর, অশোকনগর ও ব্যারাকপুরের পর এবার বনগাঁ। আগে থেকে সচেতন হলেও, একপ্রকার ব্যর্থ পুলিশ। অবশেষে নড়েচড়ে বসল বনগাঁ জেলা পুলিশ। ফের এই ঘটনা নিয়ে তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। রবিবার পেট্রাপোল থানার পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মাইকে প্রচার করা হয়। পাশাপাশি গাইঘাটা গোপালনগর বাগদা বনগাঁ থানার পক্ষ থেকেও কোনও গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয় সাধারণ মানুষকে। কবে সচেতন হবে স্থানীয় বাসিন্দারা সেটাই দেখার।

টি-২০ বিশ্বকাপের বাজারে সেঞ্চুরি হাঁকাল উচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা লাগছে মধ্যবিত্তের। এককথায়, শাকসবজির যা দাম তাতে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হয়েছে আমজনতার। কারণ, সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে বেগুন, টমেটো থেকে কাঁচা লঙ্কা, শসা। এই ছবিটা দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ সর্বত্র একই। কলকাতার একাধিক বাজারে কাঁচা লঙ্কা দেড়শো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। টমেটো ১০০ টাকা কেজি। উচ্ছে ১০০ টাকা কেজি, পেঁপে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ৩১ টাকা কেজি জ্যোতি আলু। চন্দ্রমুখী আলু ৩৬ টাকা। পাশাপাশি প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৬০ টাকা কেজি দরে। ব্যাপক দাম বেগুনেরও। প্রতি কেজি বেগুনের দাম ৭০-৯০ টাকা। এছাড়াও, টমেটোর গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারছে না মধ্যবিত্ত।

এই ছবির কোনও হেরফের নেই শিলিগুড়িতেও। সকাল থেকেই বাজারে গিয়ে মাথায় হাত ক্রেতাদের। তবে সবজি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, জোগান কম থাকাতেই এই অবস্থা। অনেকেই বলছেন, বিগত কিছুদিনে প্রবল গরমে ক্ষতি হয়েছে শাক-সবজির। পাশাপাশি গরমের পর আচমকা বৃষ্টিতেও ফসলে ধরেছে পচন। আলু, পেঁয়াজের আমদানি কমে গিয়েছে। যদিও ক্রেতারা বলছেন, যা পরিস্থিতি তাতে সরকারের নজরদারির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে টাস্ক ফোর্সের ভূমিকা নিয়েও। তাঁদের কেন দেখা মিলছে না, সেই প্রশ্নও তুলছেন কেউ কেউ। বাজারে আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী হলেও চাষিরা কিন্তু ক্ষতির মুখেই পড়ে রয়েছেন। তথ্য বলছে, এ বছর গোটা রাজ্যেই আলুর ফলন অনেক কম হয়েছে। অন্য বছর বিঘা পিছু গড়ে ৫০ কেজির ১০০ বস্তা আলু হয়ে থাকে। এবার তা বিঘা পিছু কমে দাঁড়িয়েছে ৭০ বস্তায়। তাতেই চাপে পড়েছেন কৃষকরা। লাভ তো দূর চাষের খরচও উঠতে না, মাথায় পড়েছে হাত।

নিটে সিবিআইয়ের প্রথম এফআইআর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: নিটে প্রশ্নফাঁস এবং অনিয়মের অভিযোগে প্রথম এফআইআর দায়ের সিবিআইয়ের। রবিবার এফআইআর দায়ের করে আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্ত শুরু করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, নিট কেলেঙ্কারিতে ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের’ দিকটি খতিয়ে দেখতে বিহার এবং গুজরাতে যাবেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি নিটটে অনিয়ম নিয়ে যত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, সেগুলিকেও নিজেদের হাতে নিতে চলেছে তদন্তকারী সংস্থাটি।

নিটে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তভার শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের নির্দেশ, নিট-ইউজি নিয়ে এখনও পর্যন্ত ওঠা সব অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখবে সিবিআই। পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখবে তারা। পরীক্ষা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশের কথা জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘নিট পরীক্ষা নিয়ে কিছু অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে টুকলি, একজনের পরীক্ষা অন্যের দেওয়া, অসৎ উপায় অবলম্বন করা সহ যা অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষামন্ত্রক বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে। পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সিবিআইয়ের হাতে এর তদন্তভার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ কেন্দ্রের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থরক্ষা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির স্বচ্ছতা বজায় রাখা সরকারের দায়িত্ব। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে, এর সঙ্গে যে বা যারা জড়িত থাকবে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।’

গত ৫ মে নিট-ইউজি পরীক্ষা হয়। দেশজুড়ে ৪, ৭৫০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছিলেন প্রায় ২৪ লক্ষ পড়ুয়া। ফলপ্রকাশের নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১০ দিন আগে গত ৪ জুন এই পরীক্ষার ফল ঘোষণা হতেই দেখা যায়, ৬৭ জন সম্পূর্ণ নম্বর নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁরা পুরো নম্বর পেয়েছেন। এই ৬৭ জনের অনেকের পরীক্ষাকেন্দ্র একই ছিল বলেও জানা যায়। এতেই প্রশ্ন ওঠে, পরীক্ষার আগেই নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় প্রশ্ন ফাঁস হওয়া নিয়ে।

এমনকি, নিটের ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, কারও কারও প্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষার সাধারণ হিসাবের বাইরে। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে জাতীয় টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) তরফে জানানো হয়, ওই পরীক্ষার্থীরা সময় কম পাওয়ায় কিছু গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছে। পরে বিতর্কের মাঝে সেই নম্বর বাতিলও করে দেওয়া হয়। তবে নিট পরীক্ষাই বাতিলের দাবি ওঠে। নিটে অনিয়মের অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন পরীক্ষার আগের দিন বিক্রি করার কথা স্বীকারও করেন নেন বলে দাবি পুলিশের। নিট বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। শনিবার এনটিএর ডিজিকে অপসারণ করা হয়েছে। এবার নিট মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্র। এদিকে, প্রশ্ন ফাঁসকাণ্ডে এবার মহারাষ্ট্রের দুই শিক্ষককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকা সন্দেহে সঞ্জয় তুকারাম যাদব এবং জলিল উমরখান পাঠান নামে দুই শিক্ষককে জেরা করেছে নান্দেড় অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)। এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দু’জন শিক্ষক জেলা পরিষদ স্কুলে পড়ান। লাতুরে তাঁদের কোচিংও রয়েছে। তাঁদের আটক করে টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এটিএস।

তার আগের রাতে বিহার পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চারজন প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এখন ‘সলভার গোষ্ঠী’-র ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ, এই গোষ্ঠীই পড়ুয়াদের প্রশ্ন বিক্রি করতেন। ‘প্রক্সি’ পরীক্ষার্থীরও জোগান দিতেন। তাঁরাই আসল পরীক্ষার্থীর হয়ে পরীক্ষা দিতেন। ডাক্তারির প্রবেশিকা নিট এবং পিএইচডি এবং কলেজে পড়ানোর পরীক্ষা ইউজিসি-নেটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের নিশানায় মোদি সরকার। নিটে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছে সিবিআই।

বাড়তি নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা রবিবার আবার পরীক্ষায় বসেন। সাতটি কেন্দ্রে পরীক্ষা সঠিক ভাবে সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন এনটিএর আধিকারিকরা।

তবে রবিবার মেডিক্যালে স্নাতকোত্তর পড়ার প্রবেশিকা নিট পিজি হওয়ার কথা থাকলেও, তা বাতিল করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, শীঘ্রই পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে। গত সপ্তাহে পরীক্ষা হওয়ার পরেও বন্ধ হয়ে যায় ইউজিসি নেট।

নেটের তদন্তে বিহারে আক্রান্ত

পেটে নেট কেলেঙ্কারির তদন্তে বিহারে গিয়ে আক্রান্ত সিবিআই। রবিবার সে রাজ্যের নওয়াদা জেলার রাজৌলি এলাকায় গেলে সিবিআই আধিকারিকদের ওপর হামলা চালায় ও তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসী ঘিরে ধরেন সিবিআই আধিকারিকদের। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে তদন্তের জন্য চারজন তদন্তকারী এবং নওয়াদার একটি পুলিশ ফাঁড়ির মহিলা কনস্টেবল স্থানীয় কাসিয়াডি গ্রামে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নকল আধিকারিক মনে করে হামলা করেন গ্রামবাসীরা। ভাঙচুর চালানো হয় গাড়িতে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্কুল শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভরসা রাজ্যেরই বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমগ্র শিক্ষা মিশনে (এসএসএম) কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ বন্ধ। ফলে খুদে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল তো বটেই, সেই সঙ্গে স্কুলশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন ভরসা বলতে রাজ্যের বরাদ্দ অর্থ। গত ৮ মাসে রাজ্যের দেওয়া ৪৬৮ কোটি টাকা দিয়েই সমগ্র শিক্ষা মিশন প্রকল্প চলছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো এবং জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া অন্য সব রাজ্যেই সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্যের বরাদ্দ অর্থের অনুপাত ৬০৪০। কিন্তু গত ৮ মাস ধরে কেন্দ্র নিজের ভাগের ৬০ শতাংশ টাকা না-দেওয়ায় রাজ্যের বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষা পরিকাঠামোয় সঙ্কট তৈরি হয়েছে। গত বছর অক্টোবর মাস থেকে প্রাইম মিনিস্টার্স স্কুল ফর রাইজিং ইন্ডিয়া (পিএমশ্রী) প্রকল্পে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য মউ সই না-করায় দিল্লি বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। সমগ্র শিক্ষা মিশন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য পায় ২ হাজার কোটি টাকা। যা নিয়ে চিঠিও দিয়েছে নবান্ন। কিন্তু এসএসএম-এর টাকায় স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষ তৈরি থেকে শুরু করে অতিরিক্ত ক্লাস ঘরের বন্দোবস্ত, স্কুল মেরামত, পাঁচিল দেওয়া, শৌচাগার নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ-এর মতো নানা ধরনের কাজ হয়। এছাড়াও, রাজ্য জুড়ে স্কুল, শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে কর্মরত পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু, শিক্ষা সহায়ক ও সম্প্রসারক, স্পেশাল এডুকেটর-সহ চুক্তি-ভিত্তিক লক্ষাধিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন বা ভাতাও মেটানো হয় এসএসএম প্রকল্পের টাকায়।

ফলে সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ সমস্যা তৈরি হয়েছে। এমনকী লোকসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার আগে, রাজ্য প্রশাসন ১ মার্চ সরকারি বিভিন্ন দফতরের কর্মরত চুক্তি-ভিত্তিক গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণা করেছিল। অন্যান্য সরকারি দফতর ও সরকারের অধীন স্বশাসিত সংস্থায় ওই ঘোষণা মতো কাজ হলেও স্কুলশিক্ষা দফতর ও তার অধীন বিভিন্ন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্টেট কাউন্সিল ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এসসিইআরটি), বিকাশ ভবন, বিভিন্ন জেলা স্কুল পরিদর্শক অফিসে কর্মরতদের চুক্তি-ভিত্তিক কর্মীদের বেতন বা ভাতা বাড়ানোর ব্যাপারটা থমকে আছে। এরই জেরে কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক অনিশ্চয়তার বাতাবরণ। এসএসএম প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ থাকায় সব চেয়ে উদ্বেগে বিকাশ ভবনের সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকরা। তাঁরা দফায় দফায় সমগ্র শিক্ষা মিশন দপ্তরে বেতন সংক্রান্ত দাবিসনদও জমা দিয়েছেন। ফলে, এক্ষেত্রে মিড-ডে মিলের মতোই লক্ষাধিক কর্মীর বেতন ও ভাতা খাতে ভরসা বলতে রাজ্যের ৪০ ভাগ অর্থই। রাজ্যের শাসক দলের অভিযোগ, কেন্দ্র বার বার পিএমশ্রী প্রকল্পের সঙ্গে স্কুলশিক্ষার অন্যান্য প্রকল্পকে জুড়ে দিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সম্প্রতি বলেন, 'এসএসএম প্রকল্পে কেন্দ্রের যে বরাদ্দ বকেয়া, সেটা অর্থ মন্ত্রক ছাড়লেও শিক্ষা মন্ত্রক আটকে রেখে দিয়েছে।'

পিএমশ্রী প্রকল্পের স্কুলগুলো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলবে। যদিও প্রকল্পের ৪০ শতাংশ ব্যয় রাজ্যকেই বহন করতে হবে। সে জন্য বিভিন্ন রাজ্য বেঁকে বসেছে। কেরালার কয়েকশো কোটি টাকাও কেন্দ্র আটকে রেখেছে। কেরালা সম্প্রতি পিএমশ্রী প্রকল্প মেনে নিলেও বকেয়া টাকা এখনও পায়নি বলেই সূত্রের খবর।

দক্ষিণবঙ্গ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবেশেষে বৃষ্টি নামল কলকাতায়। তবে তা সমানুপাতিক নয়, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের দেখা মিলল। কোথাও মুশুলধারে বৃষ্টি হল, তো কোথাও আবার ইলশে গুঁড়ি। কোনও কোনও অংশ শুধুই মেঘাচ্ছন্ন রইল। বৃষ্টির দেখা মিলল না।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হওয়া বয়েছে। সব জায়াতে যে ভারী বৃষ্টি হয়েছে তাও নয়। যেমন গার্ডেরিচ অঞ্চলে সাংঘাতিক বৃষ্টি হলেও খিদিরপুরেই বৃষ্টির পরিমাণ সেই তুলনায় কম। আর দমদমে তো বৃষ্টির দেখাই নেই। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক ধরেই উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত চলছে। কিন্তু, সেই বৃষ্টিতে জোর নেই খুব একটা। এবার বোধহয় দেখা যেতে চলেছে বর্ষার আসল রূপ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর ছিল, বর্তমানে সক্রিয় পর্যায়ে না থাকায় আগামী কয়েক দিনে কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সেভাবে তীব্র বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস নেই। রীতিমতো খরার মাঝে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চার পাঁচ দিন ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। একইসঙ্গে উত্তরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাসের পূর্বাভাস। পাশাপাশি এও জানানো হয়, রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতা থাকার জন্য দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হবে। তেমনটাই হয়েছে অবশ্য।

হাওয়া অফিস সূত্রে আরও খবর, ৩১ মে থেকে ইসলামপুরে আটকে ছিল দক্ষিণ- পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ২০ দিন পর মৌসুমী বায়ু এবার গতি পেল। ২২ দিনে পর অবশেষে দক্ষিণবঙ্গের হলদিয়া পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে বর্ষা। আর এই মৌসুমী অক্ষরেখা নাভসারি জলগাঁও, মণ্ডলা, পেন্ড্রারোড, ঝার্সুগুদা, বালাসোর, হলদিয়া, পাঁকুড়, সাহেবগঞ্জ ও রক্সৌলের উপর দিয়ে বিস্তৃত। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ এলাকায় ঢুকে পড়েছে মৌসুমী বায়ু। আগামী ৩-৪ দিনে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি এলাকা মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের বাকি অংশে ঢুকবে।

অন্যদিকে, ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে বিহার, অসম ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং ওড়িশা উত্তরপ্রদেশ রাজস্থানের উপরে। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা রয়েছে রাজস্থান থেকে মণিপুর পর্যন্ত। যা মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশ, মেঘালয়, অসমের উপর দিয়ে বিস্তৃত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে জুন। সোম বার। ,৯ ই আষাঢ়। তৃতীয়া তিথি। জন্মে মকর রাশি অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ্য ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন। মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা বাতিল

আমার মক্কেলগণ **হালিমা বিবি** স্বামী-সেখ হাসেম আলি এবং **ফতেমা বিবি** পিতা- সেখ হাসেম আলি BOOK No-I, Volume No-1761 Date- 11/05/2022 ধনিয়াখালী এ.ডি.এস.আর- এ **পার্থ পাল** পিতা-বঙ্কিম পাল সাং-রূপরাজপুর, পোস্ট-চোপা, থানা- ধনিয়াখালী কে আমমোক্তার হিসাবে দলিল করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা ঘোষণা করিতেছেন যে, **অদ্য হইতে উক্ত আমমোক্তারনামা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।** উক্ত আমমোক্তারনামা বলে যদি কেহ কোন কাজ করেন তাহা হইলে তাহা সর্বত্র, সর্বাদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। আমমোক্তার গ্রহীতার কোনও দাবি বা বক্তব্য থাকিলে ধনিয়াখালী এ.ডি.এস.আর অফিসে বা আমাকে চিঠি দিয়া জানাইবেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

বি. দত্ত
এ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া
Enrolment No :WB1506/73

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শিক্ষার মান নিয়ে সন্দীহান প্রকাশ বিড়লা গোষ্ঠীর শিক্ষা-উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষানীতি যাঁরা তৈরি করছেন তাঁরা শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, পুরো দেশের শিক্ষার পরিস্থিতিই ভয়াবহ বলে মত প্রকাশ করলেন আদিত্য বিড়লা ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশনের শিক্ষা-উপদেষ্টা ডক্টর শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষা দেরাদুনে। সেখানে থাকার সময়ই মাত্র ১৫ বছরে সিনিয়র কেমব্রিজ হিসেবে তিনি শিক্ষাজগতের সঙ্গে পেশাদার হিসেবে যুক্ত হন। তিনি মনে করেন, 'আমাদের দেশে শিক্ষার পুরনো পদ্ধতি যথেষ্ঠ ভালো ছিল। তাই শিক্ষার ধারা এগিয়ে যাওয়ার প্রকৃত সদিচ্ছা থাকলে নীতি নির্ধারকদের সেই নীতির ভিত্তিতেই নতুন কিছু করতে হত। এখানে স্কুল-কলেজগুলির কোনও স্বাধীনতা নেই। পাঠ্যসূচি থাকবেই, কিন্তু যা কিছু করতে হবে সবই এনসিইআরটির পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করেই, এমন কেন হবে?' প্রশ্ন তুলেছেন শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, আগে পাসের হার ছিল কম, কিন্তু পাস করা ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুযোগ পেতেন। এখন পাসের হার বেড়েছে এদিকে শিক্ষা শেষ করে কেউ চাকরি পাচ্ছে না। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাসফেল না থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শিক্ষা ও সাক্ষরতার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি বুঝতে পারছি না আমরা কোন পথে যাচ্ছি।' জুনিয়র কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। স্কুল ও কলেজের মাঝে এই স্তর প্রয়োজন বলে তিনি জানান। মহারাষ্ট্র সহ একাধিক রাজ্যে এই সুবিধা রয়েছে।

আগামী বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসতে চলেছে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য সব দফতরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। মুখ্যসচিবের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী বুধবার অর্থাৎ ২৬ জুন দুপুর ৩টে নাগাদ নবান্নের ১৪ তলায় মন্ত্রী পরিষদের ঘরে বৈঠক হওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই বৈঠকে সব দফতরের মন্ত্রী তো বটেই, থাকবেন প্রতিমন্ত্রী, সচিব, আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ আধিকারিকরাও। এটি হবে রাজ্য মন্ত্রিসভার ৫৬ তম বৈঠক। রাজ্যের বিভিন্ন অসমাপ্ত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এছাড়া নতুন কোনও প্রকল্প বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে এই মন্ত্রিসভার বৈঠকে। তবে রাজ্য মন্ত্রিসভার এই বৈঠকের আগে সোমবার নবান্নে আরও একটি জরুরি বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, সচিব ও অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হবে। পুরসভাগুলির উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা পুরনিগমের ৭টি মেয়র এবং রাজ্যের পুরমন্ত্রী হিসেবে ফিরহাদ হাকিমও থাকবেন সোমবারের এই বৈঠকে। কোন পুরসভায় কাজের কী খামতি, কোথায় কী প্রয়োজন তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

ভি বালসারার ১০২তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিংবদন্তি সুরকার ভি বালসারার ১০২ তম জন্মদিন পালিত হল কলকাতার রবীন্দ্র সদনে। এই উপলক্ষ্যে ভি বালসারা মেমোরিয়াল কমিটি এবং ক্যালকাটা ইউনাইটেড কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে বাংলা এবং ভারতীয় সংগীতে তাঁর অবদান স্মরণ করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী এবং যন্ত্রসংগীত শিল্পীরা। সঙ্গীত পরিচালনা ও যন্ত্রসঙ্গীতে ভি বালসারার অবদান তুলে ধরেন ক্যালকাটা সিনে মিউজিক অ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক দীপঙ্কর আচার্য, ভাষ্যকার সতীনাথ মুখার্জী, দেবাশীষ বোস, সংগীত শিল্পী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, গিটার বাদক স্বপন সেন এবং ভি বালসারার একনিষ্ঠ ছাত্র ম্যান্ডোলিন বাদক নিলোৎপল চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। এ বছরে ভি বালসারা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সাউন্ড রেকর্ডিস্ট রাজীব মুখোপাধ্যায়, তবলা বাদক প্রীতিময় গোস্বামী, বাঁশি বাদক মানব মুখার্জি, রাগা মিউজিকের কর্ণধার প্রেম গুপ্তা ও সংগীত শিল্পী ব্রম্ভতোষ চট্টোপাধ্যায়কে। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা মহেশ গুপ্তা বলেন, তারা প্রতিবছরই এই মহান শিল্পীর জন্মদিন পালন করেন। তাদের উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সংগীতে ভি বালসারার অবদান তুলে ধরা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের মেগা লাকি ড্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে উদযাপিত হয়েছিল 'শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব'। ১২ দিন ধরে চলা এই বিশেষ অফারে গ্রাহকরা কেনাকাটার করার জন্য কুপন পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকেই শনিবার লাকি ড্র-এর মাধ্যমে মেগা ড্র-এর বিজয়ীদের বেছে নেওয়া হয়।

সেই উপলক্ষে অভিনেত্রী মিথিলা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা এবং রূপক সাহা। এদিন তারাই গ্রাহকদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ৩ টি স্কুটি-র লাকি ড্র কুপনগুলি বেছে নেন। বিজয়ী গ্রাহকরা হলেন দুলাল ভৌমিক, সাইমা দেববর্মা ও সাগর দেবনাথ। ৩ জন বিজয়ী গ্রাহকদের হাতে তাঁদের পুরস্কারগুলি আগামী দিনে এক বিশেষ উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে দেওয়া হবে।

বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সংসদের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ৮ জুলাই পর্যন্ত আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা নানা ধরনের আটটি কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তিন বছরের ডিপ্লোমা ইন মডার্ন অফিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি সহ আটটি কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে। http://scvtwb.in/http://sctvesd.wb.gov.in ওয়েবসাইটগুলিতে গিয়ে ৪৫০ টাকার বিনিময়ে আবেদন করতে পারবেন ছাত্র-ছাত্রীরা। যে ছাত্রীদের কন্যাশ্রী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁরা ২২৫ টাকার বিনিময়েই আবেদন করতে পারবেন।

পুজোর আগে রাজ্যে আসছে 'বাংলার শাড়ি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের তাঁত তথা অন্যান্য বয়ন শিল্পীদের উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার পুজোর আগেই বিভিন্ন জেলায় বাংলার শাড়ি নামের বিপণি চালু করবে। সেখানে সুলভে উৎকৃষ্টমানের শাড়ি কিনতে পাওয়া যাবে। প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে দ্রুত জমি চিহ্নিত করে মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় প্রতিটি ব্লকে বাংলার শাড়ির বিপণি খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মোড়, বাংলার শাড়ির প্রথম দুই বিপণি খুলবে ঢাকুরিয়া দক্ষিণাপন এবং নিউ দিঘায়। পুজোর আগেই পছন্দের শাড়ি মিলবে এই দুই দোকানে। জানা গিয়েছে, পুজোর আগেই চালু হবে বেশ কিছু আউটলেট। ক্ষুদ্র শিল্পদপ্তরের মাধ্যমে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করছে রাজ্য সরকার। এর জেরে রাজ্যে কর্মসংস্থান হবে। বিপণিগুলিতে কাজ পাবেন যুবক-যুবতীরা। তাঁতিদেরও কাজ বাড়বে। সস্তায় মিলবে উৎকৃষ্ট মানের শাড়ি। এমনকি ৩০০ টাকাতেও পছন্দের শাড়ি পাওয়া যাবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ জুন ২০২৪ ৯ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার

ভাবাচ্ছে শহরাঞ্চলের ভোটের ফলাফল

ড্যামেজ কন্ট্রোলে বিনয়ী হওয়ার বার্তা ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচন শেষ হলেও কাটাছেঁড়ার পালা চলছে শাসকদলে। এদিকে আবার ভোট মিটতেই একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেই চলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শহরাঞ্চলে তৃণমূলের খারাপ ফল নিয়েও তাঁকে বেশ কিছু মন্তব্য করতে শোনা গেছে। এমনকি শহরের মানুষ মুখ ফেরানোতে নতুন করে বরাদ্দ বন্ধের কথাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। শহরাঞ্চলে দলের খারাপ ফলের জন্য কাঠগড়ায় তুলেছেন দলেরই একাংশের কর্মীকে। কয়েকদিন আগেই দিনহাটার এক সভা থেকে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, দিনহাটার কিছু তৃণমূল কাউন্সিলর জোর জবরদস্তি নির্বাচন করেছেন। তাই ২ হাজার ভোট তৃণমূল হেরেছে দিনহাটা পুরসভায়। তাঁর এ মন্তব্য নিয়ে বিস্তর বিতর্কও হয় জেলার রাজনৈতিক মহলে। এবার উদয়নের সেই মন্তব্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গেল পুর মন্ত্রী

ফিরহাদ হাকিমকে।

উদয়ন বক্তব্যে খানিক দ্বিমত পোষণ করে ফিরহাদ বলেন, 'আমাদের হাতজোড় করে যেতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে প্রয়োজন হলে। মানুষের কাছে যদি মন জয় করতে হয় তাহলে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। কোনরকম দাপট দেখাতে গেলে মানুষ ভোট দেয় না।'

প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটে বড় জয় এলেও শহারঞ্চলের মানুষ কিন্তু তৃণমূলের পাশে নেই তা বুঝতে পেরেছেন তৃণমূল নেতারা। সবথেকে বেশি ভাবাচ্ছে শহরাঞ্চলের ভোট। সৌগত রায়ের মতো তৃণমূল নেতারাও বলছেন, ঝুপড়ির মহিলারাই তাঁদের রক্ষাকর্ত্রী। তাঁদের কারণেই ভোটে এই বিপুল ভোটে জয় পেয়েছে তৃণমূল।

বারবার শোনা যাচ্ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথাও। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশের মতে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের হাত ধরে উপকৃত হওয়াতে ঢেলে ভোট দিয়েছেন তৃণমূলে। এর পাশাপাশি সিন্ডিকেট, জমির দখলদারি, লাগাতার তোলাবাজির অভিযোগের কারণে শহরাঞ্চলের বড় অংশের মানুষ মুখ ফিরিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ফিরহাদের এ মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে যে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গুজরাতে ধৃত বাংলাদেশি মুসলিম,

জাল ধর্মীয় পরিচয় তৈরিতে 'বঙ্গের যোগ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুজরাত থেকে ধৃত এক বাংলাদেশি। গুজরাত পুলিশ সূত্রে খবর, আদতে বাংলাদেশি মুসলিম হলেও ধর্মীয় পরিচয় জাল করে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপান করে সে। আর এই জাল ধর্মীয় পরিচয় তৈরি হওয়ার পিছনে সামনে আসছে বঙ্গের যোগ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসার যোগ তুলে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল পশ্চিমবঙ্গের দিকেই।

সূত্রে কবর, গুজরাতের সুরাট পুলিশের জালে ধরা পড়ে এক বাংলাদেশি নাগরিক। ওই বাংলাদেশি ব্যক্তির আসল নাম মিনার হিমায়াত সর্দার। কিন্তু নথিপত্র জাল করে সে হয়ে গিয়েছে শুভ দাস। সুরাট পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের হাতে ধরা পড়েছে ওই বাংলাদেশি মুসলিম। এই পুরো ঘটনা গুজরাতের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরেন। গুজরাতের পুলিশ প্রতিমন্ত্রীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় চলা একটি মাদ্রাসার সাহায্য নিয়ে ওই ব্যক্তি ধর্মীয় পরিচয় জাল করেছিল। মাদ্রাসার থেকে পাওয়া ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করেই হিন্দু নামে জাল নথিপত্র বানিয়েছিল ওই বাংলাদেশি মুসলিম।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসার এই যোগের অভিযোগটি গুজরাতের পুলিশ প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। গুজরাতের এই মন্ত্রী আরও লিখেছেন, শেষ বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসাগুলির জন্য ৫ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে।

এই ইস্যুতে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে সুকান্ত অভিযোগের সুর আরও চড়িয়ে লিখেছেন, 'বাংলাদেশি মুসলিমদের হিন্দু করার নথিপত্রের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলার মাদ্রাসাগুলিকে। মাদ্রাসাগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৫ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা বাজেট অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।' আর এখানেই সুকান্তর প্রশ্ন, এতে রাজ্য সরকারের সমর্থন রয়েছে কি না তা নিয়েও। পাশাপাশি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বঙ্গ রাজনীতির অন্দরমহলেও। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আবার এই নিয়ে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারেই। এদিকে শনিবারই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু'দিনের সফরে শেষে ফিরেছেন দিল্লি থেকে। শেখ হাসিনার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়েছে। সেলিমের প্রশ্ন, 'বাংলাদেশ থেকে কী করে এদেশে চলে আসছে এভাবে, সেটা কি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়েছে? এগুলি তো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে হয়।'

বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: গড়িয়ার এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস করার অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা দুই জনেই বিহারের বাসিন্দা। এরপরই উৎকর্ষ রাজ ও প্রতীক রঞ্জন নামক দুই ছাত্রকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

জানা গিয়েছে, গড়িয়ার এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তদন্তে উঠে আসে দুই পড়ুয়ার নাম। এই প্রসঙ্গে তদন্তকারী আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, ওই দুই ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নফাঁসের নেপথ্যে আরও কেউ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ্য, স্নাতকোত্তর স্তরের ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। নিট-এ গ্রেস মার্ক থেকে শুরু করে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। এরই মধ্যে ইউজিসি নেট

গড়িয়ার এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তদন্তে উঠে আসে দুই পড়ুয়ার নাম।

হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবার ইউজিসি-নেট কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমেছে সিবিআই। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেই ফাঁস হয়েছিল।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার পরীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু, তার আগে রবিবারই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, নেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়ে যায়। এক একটি বিষয়ে প্রশ্নের দাম উঠেছিল ছয় লাখ পর্যন্ত, এমনই অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, কিছু হোয়াটস অ্যাপ 'ক্লোজড গ্রুপ'-এ কেউ কেউ পাঁচ হাজারেও প্রশ্ন কিনেছে বলে অভিযোগ পরীক্ষার্থীদের একাংশের।

সেক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, মঙ্গলবার কীসের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা নেওয়া হল? ইউজিসি চেয়ারম্যান এম জগদীশ কুমার মঙ্গলবার পরীক্ষার পর বলেছিলেন, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা মিটেছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন সিএসআইআর ইউজিসি-নেটের ক্ষেত্রে অনিয়মের আঁচ করা হচ্ছিল। আর সেই কারণেই স্থগিত করা হয়েছে পরীক্ষা। ২৫ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত এই পরীক্ষা চলার কথা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই বহু পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নিট এবং নেট বিতর্ক নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'শিক্ষা কেলেঙ্কারি চলছে বিজেপি জমানাতে। ভিতরে বহু উঁচু আমলা জড়িত। দেশের বৃহত্তম শিক্ষা দুর্নীতির তদন্ত চাই। আমার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রবিবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকনগর এলাকায়। মৃতের নাম আয়ুষ সাউ (১৩)। গারুলিয়া মিল হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিল আয়ুষ। শনিবার দুপুরে দ্বিতলের ঘর থেকে পুলিশ ছেলেটির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আয়ুষকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আয়ুষকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতো ওর সৎ মা রিংকু সাউ। রবিবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে বাবা-মায়ের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন এলাকার বাসিন্দারা। মৃতের বাবা জিতেন্দ্র সাউ স্থানীয় একটি মুদির দোকানের কর্মচারী। ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। নিচের তলার ঘরে ছিলেন মৃতের সৎ মা রিংকু সাউ। প্রতিবেশী পূর্ণিমা তাঁতি জানান, শনিবার দুপুরে পাড়ার এক বন্ধু ওকে ডাকতে গিয়েছিল খেলার জন্য। দ্বিতলের ঘরে উঠে গিয়ে বন্ধু দেখে আয়ুষ সিলিং ফ্যানের পাশে হুকের সঙ্গে ঝুলছে। এই ঘটনায় পুলিশ মৃতের বাবা-মাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

পুরপ্রধানদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের আগেই কাজের খতিয়ান তলব পুর ও নগরোন্নয়নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার নবান্নে রাজ্যের সব পুরসভার চেয়ারম্যানদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই বৈঠকের আগেই পুরসভাগুলির কাছ থেকে কাজের পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান চেয়ে পাঠাল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। গত পাঁচ বছরে কী কী কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে পুরসভাগুলিকে। আর এই রিপোর্ট হাতে নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর মিটিংয়ে হাজির থাকবেন বিভিন্ন পুরসভার মেয়র অথবা চেয়ারম্যানরা। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, পুর কমিশনার এবং সিইও-দেরও বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার এক শীর্ষ কর্তা জানান, বৈঠকের দিন স্থির হওয়া মাত্রই পুরসভার সব দফতরকে গত পাঁচ বছরের কাজের হিসেব পেশ করতে বলা হয়েছে। এর জন্য একটি প্রশ্নমালাও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রশ্নমালার মধ্যে যেমন রয়েছে, গত পাঁচ বছরে শহরে কত কিমি নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং তার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে এমন প্রশ্নও। সঙ্গে রয়েছে, ফুটপাথের রক্ষণাবেক্ষণ, হেলথ সেন্টার নির্মাণ, কোথায় কোথায় নতুন ওয়ার্ড অফিস তৈরি হয়েছে, স্কুল নির্মাণ, কবর স্থান

ও শ্মশানের মানোন্নয়নের কাজ কতটা হয়েছে তাও। আর এই সব প্রশ্নের ওপর এক বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। শহরে বৃক্ষরোপণের কাজ কতটা এগোল সেই তথ্যও জোগাড় করতে বলা হয়েছে।

পুরকর্তাদের আশঙ্কা, আসন্ন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কালীঘাট মন্দির পুনর্গঠন এবং কালীঘাট মন্দিরের সঙ্গে সংযোগকারী স্কাইওয়াক নির্মাণের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে পারেন। তারও বিশদ রিপোর্ট তৈরি করছে কলকাতা পুরসভা। অন্যান্য পুরসভাগুলিকেও একই রকম রিপোর্ট বানাতে বলা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা। পুর আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, লোকসভা ভোটের জন্য গত কয়েক মাস ধরে পুরসভাগুলিতে তেমন কোনও কাজ হয়নি। আর্থিক অনটনের জন্যও অনেক প্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে। এই অবস্থায় আচমকা মুখ্যমন্ত্রী মিটিং ডাকায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছেন পুরকর্তারা। কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, 'টাকার অভাবে রুটিন পরিষেবা দিতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে নতুন কোনও প্রকল্পে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে আমাদের পারফরম্যান্স রিপোর্ট দেখে মুখ্যমন্ত্রী কতটা সন্তুষ্ট হবেন তা নিয়ে আমরাও চিন্তিত।

গৃহবধূ খুনের অভিযোগ রহড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রবিবার চাঞ্চল্য ছড়াল রহড়া থানার বন্দীপুর পঞ্চায়েতের ডাঙাদিঘিলার আদিবাসী পাড়ায়। মৃতার নাম রিমা বিবি (২৩)। জানা গিয়েছে, ছয় বছর আগে বন্দীপুর পঞ্চায়েতের বলাগড়ের বাসিন্দা রিমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ডাঙাদিঘিলার বাসিন্দা পেশায় ভ্যান চালক শেখ সালাউদ্দিনের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে রিমার ওপর অত্যাচার করতো স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এদিন সকালে নিজের ঘর থেকে রহড়া

থানার পুলিশ রিমার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। মৃতার দাদা ইব্রাহিম মন্ডল জানান, এদিন সকালে বোনের পাশের বাড়ি থেকে ফোন আসে। ফোনে বলা হয় বোন অসুস্থ বন্দীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি। তাঁরা হাসপাতালে এসে দেখেন বোন মৃত অবস্থায় বেডে পড়ে রয়েছে। ইব্রাহিমের দাবি, বিয়েতে শ্বশুরবাড়ির দাবি মতো সমস্ত জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শ্বশুরবাড়ির লোকজন বোনের ওপর অত্যাচার করতো। ওরা বোনকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মৃতার স্বামী শেখ সালাউদ্দিনকে আটক করেছে। যদিও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পলাতক।

অর্থ হাতিয়ে নিতে নয়া প্রতারণার ফাঁদ সাইবার প্রতারকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অর্থ হাতিয়ে নিতে নয়া প্রতারণার ফাঁদ প্রতারকদের। আর এই নতুন ফাঁদে পড়েই ১৪ লক্ষ টাকা খোয়ালেন বেহালার সত্তর বছর বয়সি এক ব্যাক্তি সুজিত সেন। হঠাৎই সুজিতবাবুর নজরে আসে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সেভিংস ও ফিক্স ডিপোজিট মিলে ১৪ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। সেভিংস ও ফিক্সড ডিপোজিট মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছে। আপাতত থানা, সাইবার সেল ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। কেউ যদি টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারেন!

জানা গিয়েছে, সুজিতবাবু ফ্রিজ কিনবেন বলে গত ২৩ মে গুগলে সার্চ করতে গিয়ে সেখান থেকে এক টোল ফ্রি নম্বর পান। সেই নম্বরে ফোন করলে ধরেনি কেউ। তবে কিছুক্ষণ পরে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। তিনটে কোম্পানির রেফ্রিজারেটর নিয়ে কথাও বলে। সুজিতবাবুর বক্তব্য, স্ক্রিনে কয়েকটা জায়গায় টাচ করতে বলা হয়। ওটিপি বা পিন নম্বর চাইলে তিনি কখনওই দিতেন না। কিন্তু স্ক্রি ন টাচের বিষয়টা না বুঝে করে ফেলেন।

তারপরই ২৩ মে'র সন্ধ্যা থেকে ফোন কাজ করা বন্ধ। ফোনের দোকানে গেলে জানানো হয় সিমের গোলমাল। এরপর নতুন সিম নিতে গিয়ে বায়োমেট্রিক করার সময় জানতে পারেন তাঁর আধার নম্বর লক করা হয়েছে। এরইমধ্যে ২৮ মে তিনি এটিএমে ব্যালেন্স চেক করতে যান। সেখানে পিন নম্বর 'ইনকারেক্ট' বলায় তাঁর সন্দেহ হয়। পরদিনই ছেলে ব্যাঙ্কে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁর বাবার সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৭ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। আরও মারাত্মক অভিযোগ সুজিতবাবুর। পাশাপাশি তিনি এও জানান, গত বছর গার্ডেনরিচে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে এফডি করেছিলাম। সেটাও নেই। আমার নামে ওডি নিয়ে ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকাও তুলে নিয়েছে। অথচ সার্টিফিকেট আমার কাছে। ব্যাঙ্কে যে কী চলছে জানি না। আমার কাছে সার্টিফিকেট, কেউ টাকা তুলে নিল কীভাবে? তার কোনও জবাব নেই। যদিও ওই শাখার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাকেশ কুমার জানান, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে কাউকে ভুল করে গ্রাহক যদি তথ্য জানিয়ে দেন, তাহলে এই ঘটনা হওয়া সম্ভব।

স্কুল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় অচলাবস্থা, দিশাহীন পড়ুয়া ও শিক্ষাকর্মীরা

অশোক সেনগুপ্ত

চিন্তিত অয়ন, শারদীয়া, রায়ানরা। ঘুম নেই অভিভাবকদের চোখেও। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সবার মধ্যে। শোনা যাচ্ছে, এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার মদতে দক্ষিণ কলকাতার ওই স্কুলচত্বরে উঠবে অভিজাত বহুতল।

চিন্তা কেবলই কি পড়ুয়াদের? বিনিদ্র রজনী স্কুলের প্রায় ২৭ জন কর্মীরও। এদের মধ্যে রয়েছেন ১৩ জন শিক্ষিকা। এই ১৩ জনের ৫ জন সিনিয়র স্কুলে পঁচিশ বছর ধরে আছেন। ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও শিক্ষাকর্মীরা জানান, 'কর্তৃপক্ষ শুক্রবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওঁরা নাকি জানিয়ে দিয়েছেন আর স্কুল চালানো যাচ্ছে না। এই অবস্থায় আমরা বাচ্চাদের কোথায় ভর্তি করাবো? গড়িয়াহাট থানায় গিয়েছিলাম। থানা থেকে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় শিক্ষা দফতরে। এর পরেই সপ্তাহান্তের ছুটি পড়ে গেল।' সব মিলিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা অতি পরিচিত ইংরেজি মাধ্যমের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িতদের।

হিন্দুস্থান রোডে বেশ বড় চত্বর-সহ এই স্কুলভবন। একটি বিখ্যাত স্কুলের মালিকপক্ষ গুহদের কাছ থেকে ১৯৮২ সালে এর দায়িত্ব পান তাঁর অন্যতম সুহৃদ সোমনাথ মিত্র। তখন হিন্দুস্থান রোডের এই স্কুলে ছিল প্রায় দু'হাজার পড়ুয়া, ৭০ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। আইএসসিই বোর্ডের অধীনে স্কুলটি চলে বেশ ক'বছর। পড়ুয়ারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রায় এক যুগ আগে বাঙ্গালুরু ভিত্তিক এক বঙ্গসন্তান স্কুলটি কিনে নেন। কিন্তু খুব বেশিদিন তিনি এটি চালাতে চাননি। বছর দশ আগে এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ বলে বর্নিত একটি চিট ফান্ড সংস্থার মালিক স্কুলটি কিনে নেন। আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে না পারায় স্কুলের স্বীকৃতি তুলে নেয় আইএসসিই পর্ষদ। রাজ্যের মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা পর্ষদের স্বীকৃতি পেয়ে প্রতিষ্ঠানটি টিকে যায়। কিন্তু অভিযোগ, নানা আছিলায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিবাদীদের বসিয়ে দেন কর্তৃপক্ষ। ২০১৬ থেকে কর্মীদের পিএফ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া হয় স্কুলের শিক্ষক সংগঠন। কোভিডে প্রবলভাবে ধাক্কা খায় স্কুলটি। কর্মীদের বেতন চরম অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় নানা অশান্তি। সূত্রের খবর, স্কুলের বর্তমান মালিকের (চিট ফান্ড কাণ্ডে বন্দী) ঘনিষ্ঠ শাসক দলের প্রভাবশালী এক জনপ্রতিনিধির কাছে সম্প্রতি যান অভিভাবক ও শিক্ষাকর্মীদের এক প্রতিনিধিদল। কিন্তু সেই নেতা নাকি অভিভাবকদের তাড়িয়ে দেন। এর পর গত শুক্রবার কর্তৃপক্ষ স্কুলে সব ক্লাসের পড়ুয়াদের ও অভিভাবকদের দুই পর্যায়ে বৈঠক ডাকেন। সেখানে স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানানো হয়।

শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক জানান, 'পড়ুয়াদের ভর্তি করাতে আমরা দক্ষিণ কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু স্কুলের নাম অভিভাবকদের জানিয়েছি। এটাই সমাধানের একটা সম্ভাব্য পথ।' এই প্রসঙ্গে অভিভাবকদের বক্তব্য, যে সকল স্কুলগুলির কথা বলা হয়েছে শিক্ষা দফতরের তরফে সেই স্কুলগুলোর প্রথম ভাষা বাংলা। কিন্তু গড়িয়াহাটের আলোচ্য স্কুলটির মূল প্রথম ভাষা ইংরেজি। এছাড়াও, ডিআই যে স্কুলগুলোয় ভর্তি করানোর কথা বলেছেন, সেই স্কুলগুলো এভাবে মাঝপথে ভর্তি করতে চাইছে না। এ ব্যাপারে স্কুলের প্রিন্সিপাল (টিআইসি) অগ্নিশিখা দত্ত, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শিউলি সমাদ্দার এবং ভাইস প্রিন্সিপাল রাজীব মৈত্র এই তিন জনকে ফোন করা হলে, কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

নিখোঁজ টিটাগড়ের প্রতিবন্ধী কিশোরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ১২ দিন ধরে নিখোঁজ এক প্রতিবন্ধী কিশোরী। টিটাগড় পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীঘাট এলাকার ঘটনা। নিখোঁজ কিশোরীর নাম মাহাজাবিন খাতুন ওরফে তান্নু (১৫)। ১২ জুন কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে খড়দা থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ মেলেনি। স্বভাবতই উদ্বিগ্ন নিখোঁজ কিশোরীর পরিবার। পেশায় টোটো চালক নিখোঁজ কিশোরীর বাবা মহম্মদ জাভেদ জানান, গত ১১ জুন বেলা

বারোটার সময় মেয়েকে খেয়ে ঘুমোতে বলে ব্যারাকপুরে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ব্যারাকপুর থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখি ঘরে মেয়ে নেই। চারদিক খোঁজ চালিয়েও মেয়ের কোনও সন্ধান মেলেনি। অবশেষে তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। মহম্মদ জাভেদের তিন মেয়ে। নিখোঁজ মেজ মেয়ে প্রতিবন্ধী। ডানদিকে ঝুঁকে হাঁটে। মহম্মদ জাভেদের স্ত্রী সকালে কাজে বেরিয়ে যায়। ১২ দিন ধরে মেয়ের খোঁজ না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন পরিবার।

সম্পাদকীয়

ট্রাম: প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ কলকাতার গজমতি হয়ে বেঁচে থাকুক আরও বহুদিন

দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার ইতিহাসে এই ট্রামের যান হিসেবে যত না গুরুত্ব তার সমান গুরুত্ব রয়েছে ইতিহাস আর সামাজিক তাৎপর্যে। ইংরেজ আমলে ১৮৭৩ সালে প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রামের প্রচলন হয়, সে শুধু কলকাতা নয়, সারা এশিয়া মহাদেশে প্রথম বারের জন্য চালু হল ট্রাম। তারপর থেকে ইতিহাসের হাতধরাধরি করে কত ঘটনা, ইংরেজ দের নৃশংসতা, বিপ্লবীদের হাজারো কর্মকান্ডের নীরব সাক্ষী হয়ে কলকাতার রাজপথে হেঁটে চলেছে সে। গঙ্গার বয়ে যাওয়া জলের সঙ্গে সে যেন সময়ের সমার্থক হয়ে উঠেছে। আর্মেনিয়া ঘাট থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত তার পথ চলা শুরু হলেও কলকাতার বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ধীরে ধীরে তার পদার্পন ঘটেছে। ১৯০২ এর দিকে বন্ধ হয়ে যায় ঘোড়ায় টানা গাড়ি। কিছুদিন অবশ্য বাষ্পীয় ইঞ্জিন দিয়েও টানানো হয়েছিল ট্রাম। চৌরঙ্গী ও খিদিরপুরে চলেছিল এই বাষ্পীয় ইনঞ্জিনের ট্রাম। তারপর বিদ্যুতিকরণ হয়ে পড়ে ট্রাম। রুপোলি পর্দায় নিশ্চিন্দিপুর থেকে কলকাতায় এসে অপুর বিস্ময়, কিম্বা, 'মহানগর' এর কথা ভাবতে পারেন, কিম্বা ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিতে শহরের রাস্তার সিম্বল হয়ে উঠেছিল এই ট্রাম। দেখাদেখি, ভারতের অন্যান্য শহরেও চালু হয় এই পরিষেবা। ভারত ছাড়াও একে একে এশিয়ার অনেক শহরে চালু হল এই ট্রাম। আজ এতদিন পরে ট্রাম নিয়ে শহরের অনুভূতি এবার পাল্টে গেছে। বাতাসে উড়ছে এই বক্তব্য যে, ট্রাম নাকি শহরের রাস্তার গতিকে শ্লথ করে দেয়। হ্যাঁ কলকাতার গতি অবশ্য কম বটে, তবে তার দায়ভাগ একা ট্রামের উপর চাপবে কেন? তথ্য ও সমীক্ষা বলছে কলকাতা শহরে রাস্তার পরিমাণ কলকাতার মোট ভৌগলিক এলাকার মাত্র ৬ শতাংশ কোনো পরিকল্পিত শহরে তা হওয়া উচিত ২০-২২ শতাংশ। ফলে এমনিতেই কলকাতার রাস্তা একটু ঘামে গরমে গালাগালি আর সিগন্যালে রবীন্দ্রসংগীতে ভিজে থাকবে — সেটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ট্রাম একা দায়ী হতে পারে না। পৃথিবীর আরো অনেক উন্নত শহরে বিশেষকরে পরিকল্পিত ইউরোপের অনেক শহরে বহাল তবিয়তে এখনো চলছে ট্রাম। দুবাইয়ের মতো দেশ ও পরিবেশবান্ধব এই যানটিকে নতুন করে ইন্সটল করার কথা ভাবছে। আজকের পরিবেশের এই মারাত্মক দূষণের যুগে ট্রামের মতো পরিবেশ বান্ধব যানবাহন আগামী পৃথিবীর ভরসা। এসব কথা ভেবে সবাই যখন ট্রামের গুরুত্বের কথা নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে, সেসময় আমরা কিনা ট্রাম চলাচলের ইতি টানা নিয়ে ভাবছি! আগামী প্রজন্মকে আর কিছু হোক বা না হোক আমরা 'পুরনো মিছিলে পুরনো ট্রামেদের সারি' তো রেখে যেতে পারি! 'চল রাস্তায় সাজি ট্রাম লাইনে'র রূপকথা গল্পে আর কথায় বেঁচে থাক তা আমরা চাই না। জীবনানন্দের স্মৃতিজাগানিয়া এই প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ কলকাতার গজমতি হয়ে বেঁচে থাকুক আরো বহুদিন।

আনন্দকথা

অসৎপথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতি পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙশ মার।"

প্রতিবেশী — মহাশয়, পাপবুদ্ধি কেন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর জগতে সকলরকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, দুষ্ট লোক তিনি করেছেন, সদ্‌বুদ্ধি তিনিই দেন, অদস্‌বুদ্ধিও তিনিই দেন।

(পাপীর দায়িত্ব ও কর্মফল)

প্রতিবেশী — তবে পাপ করলে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেল, তার ঝাল লাগবে না? সেজোবাবু বয়সকালে অনেকরকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানারকম অসুখ হল।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জগন্নাথ মিশ্র

১৮৯৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জগন্নাথ মিশ্রর জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ জুন মালিয়ার জন্মদিন।*

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপিত হওয়া উচিত নয় কি রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন তারিখে?

শান্তনু রায়

গত বছরের মতো এবারও ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাদিবস রাজভবনে পালন করা হলো রাজ্যপাল মহোদয় নিজে সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও। অন্যদিকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ময়দানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যার্পন করে দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে। যদিও গত সেপ্টেম্বরে বিধানসভায় সংখ্যাধিক্যে পাশ হওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে এই পয়লা বৈশাখে। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে বিতর্ক সাম্প্রতিকে হলেও এই প্রথম নয়; গত বছরও রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের আপত্তি অগ্রাহ্য করে রাজ্যপালের উপস্থিতিতে রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপিত হয় ২০শে জুন। এ কার্যে বিতর্কের সূচনা হয় বিভিন্ন মহলে বিবিধ কারণে। রাজ্যের শাসকদল অবশ্য সমালোচনা করেই নিবৃত্ত না থেকে রাজ্যপালকে সামনে রেখে আসলে কেন্দ্রের শাসকদলকে পাল্টা দিতে প্রবৃত্ত হলেন অন্য একটি দিনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস এর মান্যতা দানের মাধ্যমে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা গঠনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই পয়লা বৈশাখের।

বৈশাখের প্রথম দিবসটির সাথে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের ইতিহাস চর্চা কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ভুখণ্ডের অধিবাসীদের গৌরবজনক অবদান নিয়ে গর্বের বিষয়টি কোনভাবে সম্পর্কিত নয়-আপাতভাবে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা-রাজনীতির হিসেব ব্যতীত। সহজেই অনুমেয় — রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বেগ দিতে ক্ষমতা অনেক সময় 'আফটার মি ডিল্যুগ' নীতিতে জয়ের এক সর্বগ্রাসী খেলার নেশায় মেতে উঠতে চায়। আর সে প্রতিযোগিতায় ইতিহাসকে অস্বীকার করার ঔদ্ধত্য দেখানোর সাথে ইতিহাস গোপন বা লোপাটও হয়ে পড়ে এক দস্তুর। ইতিহাস বিস্মরন করানোর একটা মহলের বহুমুখী প্রয়াসের প্রেক্ষিতে আপাতদৃষ্টিতে পরিস্ফুট না হলেও বিরোধীদলগুলির আপত্তি সত্ত্বেও পয়লা বৈশাখ রাজ্যদিবস স্থিরীকরনের সাথে রাজ্যের নাম পরিবর্তন করার প্রয়াসের (এখনও পর্যন্ত সফল না হলেও) এক গভীর যোগ আছে এমনটি মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

অনেকেরই স্মরনে থাকতে পারে যে ১৯৯৯ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও একবার রাজ্যের নাম বদল করে বাংলা ইংরাজি উভয়েই পশ্চিমবঙ্গ করার প্রস্তাব আনা হয়েছিল, যদিও সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে বাংলা নামটিই অনুমোদিত হলেও দিল্লী থেকে অনুমোদন আসেনি। এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে পট পরিবর্তনের পরপরই নতুন করে সর্বসম্মত প্রস্তাব নেওয়া হয়, রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা ইংরেজি উভয় ভাষাতেই। সে সময় দিল্লীর গদিতে ইউ পিএ-২ সরকার যার শরিক রাজ্যের শাসকদলও। কিন্তু সে'বারও অনুমোদন এল না।

ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যাওয়ায় ২০১৬ সালে তাড়াহুড়ো করে বিধানসভায় রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' করার প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে পাশ করিয়ে নিয়ে অনুমোদনের জন্য দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল, 'বাঙ্গালী' ভাবাবেগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে। যদিও তখনও রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা এবং কি নাম হওয়া উচিত প্রশ্নে বিভিন্ন মতামত ছিল।

প্রসঙ্গত বাংলাভাগের জন্য ইদানীং কিছু পরিসরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিন্দিত হন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু ভারত ভাগের বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাগের দাবি তুলেছিলেন কখন এবং কোন ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে সে ইতিহাস ইদানীং সযতনে গোপন করা হয় অথবা সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের (পাকিস্তান) মুসলীম লীগের দাবি ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে অনড় জিন্নাহকে সমঝোতার সূত্র হিসেবে 'রাজাজী প্রস্তাব' গ্রহণ করাতে স্বয়ং গান্ধীজী ১৯৪৩ এর ৯-২৭শে সেপ্টেমবর পর্যন্ত ১৪ বার তাঁর সাথে বৈঠক করেও তাঁর গোঁ ভাঙ্গাতে পারলেন না।বরং জঙ্গী কায়দায় পাকিস্তান আদায়ে জিন্না 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র হুমকী দিলেন এবং অবশেষে ১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'দিবস পালনের দিন ধার্য হল।

প্রসঙ্গত মুসলীম লীগের এই জঙ্গি আচরণ প্রসঙ্গে 'পাক-ভারতের রূপরেখা' গ্রন্থে বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী লিখেছেন 'ঐ সম্মুখসমর (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) কিন্তু বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়;তা ছিল প্রধানতঃ হিন্দুর বিরুদ্ধে। কোলকাতায় ঐদিনটি সুসম্পন্ন করার প্ল্যান করেছিলেন তৎকালীন মুসলিম লীগের দুর্ধষ নেতা ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দী সাহেব ।...উদ্দেশ্য ছিল ঐ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা দেখে অহিংস কংগ্রেস নেতারা আঁৎকে উঠবেন এবং দেশবিভাগ তথা পাকিস্তান, স্বীকারে রাজী হয়ে যাবেন।প্ল্যান মাফিক কাজ হল না। সকালেই একদল মুসলমান অতি উৎসাহে লুটপাট শুরু করেদিল... কোলকাতায় সুরাবর্দী ব্যর্থ হলেন। তখন মুসলমান অধ্যুষিত নোয়াখালি বেছে নিলেন'।

আই সি এস অশোক মিত্রও তিন কুড়ি দশ গ্রন্থে তাঁর অভিমতে বলেছেন — বৃটিশ সরকার নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে বঙ্গপ্রদেশ জিন্নার ভাগে যাবে এবং সেই উদ্দেশ্যেসাধনে যোগ্য যন্ত্র হবেন সুরাবর্দী ও বারেজ (গভর্নর)। তার কারণ বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে ভারত অঙ্গচ্ছেদ সত্ত্বেও মোটামুটি সম্পূর্ণ; সতেজ ও বলিষ্ঠ থাকবে। তাছাড়া কলকাতা তখনও বৃটিশ শিল্প বানিজ্য ও লগ্নির ঘাঁটি। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় শ্রী মিত্রের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে মুসলিম লীগ খুব সযত্নে বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি ছক সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং এ বিশ্বাসও হয় পুলিশ প্রশাসনের ও উচ্চ কর্মচারীরাও তাদের সঙ্গে গোয়েন্দাবিভাগেও কী ধরনের প্রস্তুতি হচ্ছে তার বিশদ বিবরন খবর রাখতেন'।

সোহরাবর্দী ও বারোজ প্রথম দু'দিন নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকলেও ১৮ আরিখ রাতে লালবাজার কন্ট্রোল রুমে এসেছিলেন, সক্রিয় হন বারোজও — প্রথম দু'দিনের ঘটনার প্রতিক্রিয়াজনিত রোষ ও প্রতিরোধের আঁচের শঙ্কায়।

তবে কোলকাতায় বিফল পরিকল্পনার মাস চারেকের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে ঘটে গেল দাঙ্গার নামে একমাসব্যাপী পরিকল্পিত একতরফা সাম্প্রদায়িক গণহত্যা।

এই আবহেই বরাবর দেশভাগের বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রত্যুপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি দেখলেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী এবং সমগ্র বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার চক্রান্ত চলছে। জিন্নার প্রাথমিক দাবী ছিল মুসলিম সংখ্যাধিক্য বাংলাকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন যে তা সম্ভব নয় তখন সোহরাবর্দীকে দিয়ে অখণ্ড বঙ্গের প্রস্তাব ভাসিয়ে দিয়ে ভাবাবেগের কৌশলে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশংকর রায়কে সাথে পেয়ে গেলেন। উল্লেখ্য তাঁর প্রস্তাবিত ও প্রচারিত অখণ্ড বঙ্গের এক স্বর্নীল চিত্র ১৯৪৭ এর ২রা এপ্রিল প্রেসের সামনে উপস্থাপনের পর 'যদি তাঁর অখণ্ড বঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দু ও মুসলমান সৌহার্দ্যে বসবাস করতে পারেন তবে অবিভক্ত ভারতে কেন তারা তেমনটি পারবেন না' — সংবাদ মাধ্যমের এ প্রশ্নে সোহরাবর্দী নিরুত্তর থাকেন। বাস্তবিকই এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁর কাছে ছিলনা।

অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদ যিনি ১৯৪৬ এর ক্যালকাটা কিলিং এর পরও আইনসভায় ভাষনে বলেছিলেন ... আজকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই নির্বোধ এবং অসত্য ধারনা — যার নাম পাকিস্তান, তাকে মাথা থেকে চিরতরে নির্বাসিত করা। বাংলায় আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে', পরবর্তীতে মুসলীম লীগের আবদারে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবিভক্তি অনিবার্যতা অনুধাবনে এবং নোয়াখালিতে সুপরিকল্পিত গণহত্যার প্রেক্ষিতে হিন্দু বাঙ্গালির ভবিষ্যত দুরবস্থা পূর্বানুমানে নবোদ্ভুত পরস্থিতিতে তাদের নিজস্ব ভূমি বা হোমল্যাণ্ড এর প্রয়োজনীয়তায় তিনিও বাংলা ভাগেরও দাবি করলেন এবং এ দাবি সফল করতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন।

প্রসঙ্গত অতিসম্প্রতি সি পি আই (এম) এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাংলায় সাম্প্রদায়িক পরিবেশের প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-পূর্ব নোয়াখালির ঐ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের দাবিতে জঙ্গিপনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণহানি ও রক্তপাতের ঘটনাক্রম বঙ্গবিভাজন অনিবার্য করে তুলেছিল অনভিপ্রেত হলেও। ঐ বছরের ৯ই মার্চ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় গণপরিষদের হিন্দু সদস্যদের একসভায় হিন্দুমহাসভার এন সি চট্টোপাধ্যায় ও আই এন এ র জেনারেল এ সি চ্যাটার্জীর অনুমোদন ক্রমে বঙ্গবিভাগের পক্ষে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়; ১৫ই মার্চ কোলকাতায় শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হিন্দু জনপ্রতিনিধিদের দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনেও লর্ড সিনহা, ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভবতোষ ঘটক,ঈশ্বরদাস জালান এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে বঙ্গবিভাগের দ্বারা হিন্দু অধ্যুষিত পৃথক রাজ্য গঠনের পক্ষে দাবীসনদ প্রস্তুতির জন্যকমিটি গঠিত হয়।ভারত ইউনিয়নের মধ্যে এই পৃথক রাজ্য গঠনের দাবির সংহত রূপ পেয়েছিল ঐ বছরেরই ৪ঠা থেকে ৬ই এপ্রিল তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার বিশেষ সম্মেলনে।

উল্লেখ্য ১৯৪৭ এর ২২শে এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনমত সমীক্ষায়ও ৯৮.৬ শতাংশ বঙ্গবাসীই বঙ্গভাগের পক্ষেই মত প্রকাশ করেন। এরপর ১৯৪৭ এর ২০শে জুন তৎকালীন বঙ্গীয় আইন সভায় সংখ্যাধিক্যে পাশ হয় বাঙালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব ;ফলস্বরুপ পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হলে বাঙালি হিন্দুদের মাথাগোঁজার একটি আশ্রয় যে সুনিশ্চিত হল পরবর্তী ঘটনাবলী তা প্রমান করে।

অতএব দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত খণ্ডীকরনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন সময় ও পরিস্থিতির দাবিতে অনিবার্য হয়ে পড়ায় বঙ্গও বিভাজিত হয়ে এর পশ্চিম অংশ খণ্ডিত ভারতের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ নামে আত্মপ্রকাশ করে।

সে অর্থে এই ২০শে জুনই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবেও গন্য হতে পারে এ দিনটি, যেহেতু ভারত রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক রাজ্যেরই একটি প্রতিষ্ঠাদিবস আছে।

আজ পূর্ব বঙ্গ নামে কোনও রাজ্য বা রাষ্ট্র নেই বলে অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের 'পশ্চিম' ঝেড়ে ফেলার কিংবা ২০শে জুনের বঙ্গীয় আইনসভায় অধিকাংশ সদস্যের (যার মধ্যে প্রায় সব দলের সদস্যরা ছিলেন) সম্মতিতে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই যে বঙ্গবিভাজন হয়েছিল সে তথ্য অস্বীকার বা কার্পেটের তলায় চালান করে দেওয়ার কোনও সঙ্গত কারন আছে কিনা সেটাই বিবেচ্য। বরং পশ্চিমবঙ্গ নাম থাকলেই সর্বদা একথা স্মরণে আসবে যে এর একটা পূর্ব অংশ আছে বা ছিল এবং কি ভাবে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের গঠন হয়েছিল — এর সঙ্গে এক বিশাল জনগোষ্টির জীবন সংগ্রাম ও এই রাজ্যে তাদের কান্না-ঘাম-রক্তের মাধ্যমে নতুন করে বসতি স্থাপনের-বিশাল অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভবিষ্যত প্রজন্মের সুস্থ ও নিরাপদ সুনিশ্চিত করার আপ্রান প্রচেষ্টার ইতিহাস ও জড়িত। সে ইতিহাস বিধৃত আছে অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য গবেষনার ফসল 'প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু জীবনের কথা'য়। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত অধুনা বিস্মৃতপ্রায় (ভিন্নমতে মস্ত অবিচারের শিকার) মূল ইংরাজী বই 'দ্য মার্জিনাল মেন' এর ভূমিকায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুনা সেন লিখেছিলেন — The book came to me like a revelation — even in the midst of suffering– starvation and death the human spirit remains imperishable. এই অনুভূতির যন্ত্রনা হয়ত আজ সকলকে একইভাবে দগ্ধ করে না।কারন বাঙ্গালী বোধকরি কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত জাতি।

একথাও আজ আর অবিদিত নয় যে, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে ধর্মভিত্তিক এক নবীন রাষ্ট্রের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই পূর্বপ্রান্তে যে দেশত্যাগ বা নিষ্ক্রমনের সুচনা তা 'এক্সোডাস'বা অভিনিস্ক্রমনে (বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অভিহিত এক তরফা গন — নিষ্কাশন প্রোগ্রামজনিত কারনে) রূপান্তরিত হল বছর দুয়েকের মধ্যে এবং তা বহু মানুষের চোখের জল, পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি স্বজন সম্ভ্রম হারানোর, অত্যাচারিত প্রানভয়ে শরনার্থীস্রোতে ভেসে অচেনা ভূখন্ডে নতুন করে আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামের উপাখ্যান যা অনভিপ্রেত হলেও অনেক রক্তপাত — হৃদয়ের অনেক রক্তক্ষরণে সম্পৃক্ত। সুস্থ মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় শরনার্থীক্যাম্প — কুপার্স কিংবা ধুবুলিয়া'র বাতাসে বোধহয় আজও সেই জীবনসংগ্রামের উপাখ্যান ভেসে বেড়ায়। সেই মহাঅনিশ্চয়তার মধ্যেও সেই 'imperishable spirit' এ উত্তরনের অভিমুখে অভিযাত্রার সেই বিস্ময়কর সংগ্রামের আশ্চর্য সব কাহিনী উপজীব্য হয়েছে বাংলা সাহিত্য, চলচ্চিত্রেও। এতদঞ্চলের বর্তমান অধিবাসীরা বা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বর্তমান প্রজন্মের হয়ত এখন আর মানব সংগ্রামের সে অবিস্মরণীয় আখ্যান স্মরন করার অবকাশ নেই। অন্তহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে পূর্বসুরীদের এই প্রতিস্পর্ধী সংগ্রামের কাহিনী আজ এ প্রজন্মের কাছে যেমন অতি 'প্রাচীন' ঠেকে তেমনই প্রেসিডেন্সী বা যাদবপুরের 'কলরব'এও; 'বাম' রাজনীতির আঁতুড়ঘর দাবি করা কতিপয় অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনাও এ ব্যাপারে অনুভূতিহীন।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের নাম পরিবর্তন ও পয়লা বৈশাখকে রাজ্যের প্রতিষ্ঠাদিবস স্থিরীকরণ এ রাজ্যের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস ও তদজনিত বাঙ্গালির এক জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামের উপাখ্যান ভুলিয়ে দেওয়া বা মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা সেই কঠিন সংগ্রামের প্রতি অনুভুতিহীন মস্তিষ্কের এক কৌশলী প্রয়াসের অঙ্গ বলে গণ্য হতেই পারে।

বিশিষ্ট পুরাণবিদ নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি মহাশয়ের অভিমতেও ১লা বৈশাখের সাথে সরাসরি সম্বন্ধ নেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের, যদিও বা থাকে অখণ্ড বঙ্গের। তাঁর মতে — পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পয়লা বৈশাখের দিনটিকে বেছে নেওয়া একটা গোলে-হরিবোল সমাধান। তবে সরকার-পন্থী বিদ্বজ্জন হওয়ার কারনেই হয়ত মাননীয় রাজ্যপাল উদযাপিত পশ্চিমবঙ্গ দিবস থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে তাঁর মন্তব্য '২০ শে জুন এর মতো একটা দুঃখবহ এবং ভয়াবহ দিন কখনও এপার বাংলার জন্মদিবস হতে পারে না' তর্কের উর্ধে নয়। যদিও অধ্যাপক পবিত্র সরকারের অনুভূতিতেও ধরা পড়েছে — কেন মানুষ কষ্টের স্মৃতি মুছে দিতে চায় জানি না, ইতিহাসকে কি ওভাবে মুছে দেওয়া অতই সহজ?

আর খণ্ডীকরনের ঘটনা দুঃখজনক হেতু যদি ঐতিহাসিক ঘটনা অস্বীকার করতে হয় তাহলে তো হাতের কাছেই আরো অনেক ঘটনা আছে, সে দিবস তো উদযাপিত হয়। ইতিহাসের ঘটনা যতই অনভিপ্রেত ও অপ্রিয় লাগুক ইতিহাসকে এভাবে বিকৃত করা যায় না-করার প্রয়াসও এক ঐতিহাসিক ভুল-যা সাময়িক ভাবে সফল হলেও পরিণামে হয়ত মধুর হবে না।

আসলে বিবিধ উপায়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের ইতিহাস মুছে ফেলার মাধ্যমে এক জনগোষ্ঠীর রক্তঝরা সংগ্রামের কাহিনী গোপন রাখা ও বিস্মরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াস চলছে বেশ কিছুদিন ধরে — সত্য গোপনের এ (অপ)চেষ্টা নিঃসন্দেহে এক ঘোরতর অন্যায়। অতএব এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলে অসমীচীন হবে না যে বা যারা পশ্চিমবঙ্গ নামটি পরিবর্তন করে এই নামের সঙ্গে ইতিহাসকে মুছে দিতে চায় তারাই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস ২০শে জুনের পরিবর্তে অন্য কোন দিন তা সে রাজ্য গঠন বা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলেও স্থির করতে বদ্ধপরিকর। সেই প্রেক্ষিতে সাধারন চোখে অপ্রয়োজনীয় ও ভ্রান্ত এ সিদ্ধান্ত নিছক রাজনৈতিক আকচা-আকচি না হয়ে ক্রমে কোন সুদুরপ্রসারী লক্ষ্যপূরণের একটি ধাপ হিসেবে অস্ত্র হয়েও উঠতে পারে।

অন্যদিকে পয়লা বৈশাখ কে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস গণ্য করার অনৈতিহাসিক ও অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত বিধানসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে রাজ্যবাসীর উপর চাপিয়ে দিলে আখেরে ফল মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। কারণ এর ফলে বাংলা বছরের প্রথম দিনে ধর্মীয় ভেদাভেদের উর্ধে বাঙালির প্রানের নববর্ষ উৎসবের নির্মল আনন্দ আবেগ বিড়ম্বিত হতে পারে রাজনৈতিক কুট তর্কে-অতীতের বিষাদ বেদনায়র স্মৃতিতে মন নতুন করে ভারাক্রান্ত হতে পারে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো মৌলবাদের বিরুদ্ধে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার নামে আরোপিত সস্তা চমক ও চমকানো তে আসলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মানবসংগ্রামের ঐ মরমী দলিলের প্রণিধানযোগ্য ভুমিকায় উল্লেখিত 'একটি ছিন্নমূল মানবগোষ্ঠী সর্বস্বান্ত হয়ে কীভাবে স্বভূমি ছেড়ে চলে আসছে ভারতবর্ষে, আজো তার ইতিহাস সঠিকভাবে অনুসন্ধান হয় নি। যদি হয় তবে সেটাই হবে প্রকৃত মৌলবাদবিরোধী কাজ' — এ বিষয়টি কিন্তু এযাবৎ গুরুত্ব পায়নি রাজনীতির হিসেবনিকেশেই।

পরিশেষে, বিবিধ ভনিতায় বিভ্রান্ত দিশাহারা বাঙালির চোখ আর কবে খুলবে এবং কিভাবে-এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আজ শপথ গ্রহণ, শতাধিক কর্মীকে নিয়ে দিল্লি রওনা দিলেন বাঁকুড়ার নবনির্বাচিত সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী তথা কেন্দ্রের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে হারিয়ে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে জয় পান তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তী। জয়ের পর থেকেই বাঁকুড়া লোকসভা জুড়ে চূড়ান্ত উদ্দীপনায় ভাসছে তৃনমূল কর্মী সমর্থকরা। সেই উদ্দীপনা এবার চোখে পড়ল সাংসদের শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করেও। সাংসদ হিসাবে অরূপ চক্রবর্তীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অরূপ চক্রবর্তীর সঙ্গে অন্ডাল বিমান বন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বাঁকুড়ার শতাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থক।

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে এবার লড়াই ছিল হাড্ডাহাড্ডি। প্রতিপক্ষ হিসাবে বিজেপির সুভাষ সরকার ছিলেন বেশ হেভিওয়েট। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর কাছে ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে হারতে হয় তাঁকে। পাঁচ বছর পর নিজেদের গড় ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভাসছে বাঁকুড়ার ঘাসফুল শিবির। আজ দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ নেবেন দেশের সাংসদরা। সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অরূপ চক্রবর্তীর শপথ দেখতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবদার আসে। শেষ পর্যন্ত রবিবার অরূপ চক্রবর্তীর সঙ্গেই দিল্লি রওনা দেন দলের প্রায় একশো নেতা কর্মী। প্রথমে সড়কপথে অন্ডাল বিমান বন্দর ও পরে সেখান থেকে বিমানে কর্মীদের নিয়ে দিল্লিতে পৌঁছবেন সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। কর্মীদের এমন উৎসাহে রীতিমতো আবেগ আপ্লুত অরূপ চক্রবর্তী।

বালুরঘাট রেলস্টেশনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট রেলস্টেশনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। এদিন বালুরঘাট রেল স্টেশন চত্বর ঘুরে দেখেন তিনি। রেলের উন্নয়নমূলক কাজের কোথাও কোনো খামতি থাকলে এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে ডিআরএমকে জানাবেন বলেই সাংবাদিকদের জানান তিনি। উল্লেখ্য, বালুরঘাট রেল স্টেশন অমৃত ভারত রেল প্রকল্পের আওতায় এসেছে। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় বালুরঘাট রেলস্টেশনে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। পিট লাইনের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। সিক লাইন ও স্কেলেটরের কাজ দ্রুত শেষ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সেই সমস্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই এদিন পরিদর্শনে যান বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এ বিষয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সিক লাইন ও পিট লাইনের কাজ কতটা এগিয়েছে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে এসেছি। কোথাও কোন কাজে খামতি থাকলে সেই সমস্ত বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএমকে জানানো হবে।

মাইনাস বুথে তৃণমূলের বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: লোকসভা নির্বাচনে মাইনাস হওয়া এলাকায় পদাধিকারীদের পদ ছাড়তে হবে-এমন একটি অঘোষিত হুইপ ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কাছে। লোকসভা নির্বাচনে উলবেড়িয়া লোকসভার প্রার্থী সাজদা আহমেদের দুই লক্ষাধিক ভোটে জয়ের মধ্যে ও বেশ কয়েকটি বুথে মাইনাস হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের খড়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে ২০১৯ লোকসভায় এই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তৃণমূল কংগ্রেস হতে পিছিয়ে ছিল। আবার বিধানসভায় পাঁচ ভোটে এগিয়ে যায়। কিন্তু এবারে লোকসভায় খড়দা গ্রাম পঞ্চায়েত ৪৫৬ ভোটে এগিয়ে গিয়েছে। রবিবার খড়দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছটি বুথ নিয়ে বিজয় মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস যাদের মধ্যে তিনটি বুথেই মাইনাস রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, এবার লোকসভা ভোটের ফল বের হলে দেখা যায়, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনামুই,ভগবতীপুর এলাকার ১০৩, ১০৪, ১০৮ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেস মাইনাস রয়েছে। যদিও এই এলাকার আরো তিনটি বুথ যথাক্রমে ১০৭, ১১১, ১১২ নং বুথে তৃণমূল ভালো ফল করেছে। এদিন এই ছয়টি বুথের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তৃণমূল মিছিল করে। যদিও পরাজিত বুথে তৃণমূল কংগ্রেস মিছিলের তত্ত্বটি মানতে নারাজ খড়দা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম জেলে। তিনি জানান, সার্বিকভাবে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস এবার ভালো ফল করেছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেকটা বুথে মিছিল করেছে। যদিও পরাজিত বুথে মিছিল করাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার লোদনা গ্রামে। মৃত ছাত্রীর নাম তনুশ্রী পন্ডিত (১৬)। সে বারিশালি হাইস্কুল থেকে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তার বাবা তাকে বকাবকি করায় সে রাগের বসে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে রবিবার সকালে তার ঘরে ঢুকে গলায় দড়ির দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন। প্রতিবেশী এক মহিলা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের খবর দিলে স্থানীয়রা ছুটে এসে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত ছাত্রীর বাবা-মা ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। পাশাপাশি শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়েন এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরে কর্মরত কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাটসা), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখার উদ্যোগে বিনামূল্যে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হল বারুইপুরের মহকুমা উপযোগী কৃষি খামারে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার। উপস্থিত ছিলেন সাটসা, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি স্বরূপ কুমার মণ্ডল, জেলা সম্পাদক ড প্রীতম নন্দী প্রমুখ। শিবিরে সাটসার সদস্য আধিকারিক ও তাদের পরিবার এবং এলাকার কৃষক সহ মোট ৫৭ জনের রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা, ইসিজি, ইকো, পালমোনারি ফাংশন ও চক্ষু পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। শিবিরের আয়োজনে বিশেষ সহায়তা করেন বিপি পোদ্দার হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ লিমিটেড।

ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে অফিসে, বিজেপির ঘরছাড়া কর্মীদের আর্থিক সাহায্য করেন। নতুন পোশাকের ব্যবস্থা করেন এবং যে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করবেন এমনই জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। কিছুজনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলাও করা হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, এবারে ভোটে রাজ্য পুলিশ, কেন্দ্র পুলিশকে ব্যবহার করেছে। কেন্দ্র বাহিনীকে যেখানে দায়িত্ব দেওয়ার কথা সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজের কাজ গুছিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ভোটের সময় রাজ্য পুলিশ নিজের গাড়ি দিয়ে কেন্দ্র বাহিনীদের দূরে সরিয়ে রাখার ভূমিকা দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। আর তার ফল রেজাল্টে পাওয়া গিয়েছে।

আবগারি দপ্তরের হানা, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার ডুমুরজুড়িতে ফের হানা আবগারি দপ্তরের, নষ্ট করা হল বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ তৈরির উপকরণ, গ্রেপ্তার ৫। বাঁকুড়ার আবগারি দপ্তর জানতে পারে ডুমরজুড়ি গ্রামে কার্যত কুটিরশিল্পে পরিণত হয়েছে বেআইনি চোলাই তৈরি। খবর পেতেই শুক্রবার ডুমুরজুড়ি গ্রামে হানা দেয় আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। বিপুল পরিমাণ চোলাই উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে। ধৃত দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো বিশদ তথ্য হাতে পায় আবগারি দপ্তর। সেই তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার ভোরে আবগারি দপ্তরের বাঁকুড়া, ছাতনা ও বড়জোড়া সার্কেল যৌথ ভাবে হানা দেয় ডুমুরজুড়ি গ্রামে। গ্রামে একের পর এক চোলাইয়ের কারখানায় হানা দিয়ে প্রায় আড়াই হাজার লিটার ফরমেন্টেড ওয়াশ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেয় আবগারি দপ্তর। গ্রেপ্তার করা হয় চোলাই তৈরির সঙ্গে যুক্ত ৫ জনকে। ধৃতদের মধ্যে ২ জন মহিলা। ধৃতদের বাঁকুড়ার বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার
রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতার সমীপে

লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশীপ এক্ট, ২০০৮ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৩) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশীপ রুলস, ২০০৯ এর রুল১৭ এর বিষয়ে

লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশীপ এক্ট, ২০০৮, সেকশন ১৩ (৩) এবং **প্রগ্রেসিভ মার্চেন্ডাইজ এলএলপি (LLPIN: ACB-4392)** যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা- **১ম ফ্লোর, ১৬এ, শেক্সপিয়ার সরণী, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭১**-এর বিষয়ে। আবেদনকারী

এতদ্দ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে এলএলপি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশীপ এক্ট, ২০০৮, সেকশন ১৩ (৩) এর অধীনে রেজিস্ট্রর অফ কোম্পানিজ, কলকাতার কাছে একটি পিটিশন করার প্রস্তাব করেছে যাতে "**পশ্চিমবঙ্গ**" রাজ্য থেকে "**ঝাড়খন্ড**" রাজ্যে -তে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়ে।

এলএলপি -এর নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে তার/তাদের আগ্রহের প্রকৃতি উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার/তাদের আপত্তি নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সরবরাহ করতে বা পাঠাতে পারে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রর অফ কোম্পানিজ, কলকাতার কাছে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত বিরোধিতার কারণগুলি উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী এলএলপির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

প্রগ্রেসিভ মার্চেন্ডাইজ এলএলপি
-এর পক্ষে এবং জন্যে
স্বা/- **মোহিত ডালমিয়া**
DIN: 02642799
(মনোনীত অংশীদার)
ঠিকানা: ১ম ফ্লোর, ১৬এ, শেক্সপিয়ার সরণী, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭১
স্থান: কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০ অনুসারে]

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা -এর সমক্ষে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ৩০-এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ(এ) এর বিষয়ে

এবং

করণ বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U51909WB2003PTC095922) যার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা- ২১, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১ -এর বিষয়ে
......আবেদনকারী/আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল**"-এ তাদের রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনে সমর্থ হওয়ার জন্য ২০ জুন, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের বদলে নিশ্চিতকরণ চেয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন) কাছে একটি দরখাস্ত করার মনস্থ করেছে।

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পেশ করে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বা ডেলিভারির কারণ বা রেজিস্টার্ড ডাকে প্রেরণ তাঁর (পুং/স্ত্রী) আপত্তি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যাতে থাকবে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন এবং বিরোধিতার কারণ দেখিয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, ২ - এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় এই নোটিস মুদ্রিত হওয়ার তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, সঙ্গে একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানিকে তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নে বর্ণিত ঠিকানায় :

২১, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১।

করণ বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড
-এর পক্ষে এবং জন্যে
কুনাল গোয়েল
ডিরেক্টর
DIN - 00202743
তারিখ: ২৪.০৬.২০২৪
স্থান: **কলকাতা**

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট ,২০১৩ -এর সেকশন ৩৭৪(বি) -এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রর, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এর কাছে, যে রাধাকৃষ্ণ কনস্ট্রাকশন এলএলপিএ লিমিটেড কোম্পানি এক্ট ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর প্রথম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

- "কনস্ট্রাকশন রিয়েল এস্টেট, ঠিকাদার, ডেভেলপার, ইত্যাদির ব্যবসায় এবং বোল্ডার গুঁড়ো করা, কনস্ট্রাকশন সামগ্রীর ব্যবসা এবং অন্যান্য সহযোগী পরিষেবা ইত্যাদি সহ অন্যান্য সহযোগী ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য।"

৩. খসড়া স্মারকলিপির একটি অনুলিপি এবং প্রস্তাবিত কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের আর্টিকেলগুলি ১৪৬, লেক রোড, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০২৯-এ অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ: ২৪ মে, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

রাধাকৃষ্ণ কনস্ট্রাকশন এলএলপি -এর পক্ষে

স্বা/- **রাজীব বসু রায়** (DPIN: 02641212) মনোনীত অংশীদার

স্বা/- **যশ পাল শর্মা** (DPIN: 09118605) মনোনীত অংশীদার

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ [illegible] Dated 18.06.2024	Electrical works at Urban Primary Health Centre (UPHC) at Bargiipara Road Chandtala Rail Gate, ward No. 15, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 5,46,163.20

Bid Submission end date: 02.07.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman, Rajpur Sonarpur Municipality

IndusInd Bank
আপার উড স্ট্রিট শাখা
সাবিত্রী টাওয়ারস, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ১২-০৯-২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা -মেসার্স নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড; শ্রী অমিতাভ সেন (ডিরেক্টর/জামিনদার/ বন্ধকদাতা), শ্রীমতী ছায়া সেন (ডিরেক্টর/জামিনদার/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মিতা সেন (ডিরেক্টর/ জামিনদার)**- কে **৩,২২,৪৬,৫৬০.৮৪/- টাকা (তিন কোটি বাইশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে নথিভুক্ত হারে এবং পূর্বোক্ত ডিমান্ড নোটিশে দেওয়া তারিখ থেকে আরও সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২১শে জুন, ২০২৪ তারিখে ।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৩,২২,৪৬,৫৬০.৮৪/- টাকা (তিন কোটি বাইশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে নথিভুক্ত হারে এবং পূর্বোক্ত ডিমান্ড নোটিশে দেওয়া তারিখ থেকে আরও সুদ সহ ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

চার তলা বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ পাশে গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় কমবেশি ৪৩০ বর্গফুট যার আছে একটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি মেজানাইন ফ্লোর যার পরিমাপ প্রায় ১৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং নিচতলায় কমবেশি ১৪০ বর্গফুট পরিমাপের একটি আচ্ছাদিত গ্যারেজ সহ এবং বিল্ডিংটি কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ৩০১/২ বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে বা তার উপর নির্মিত এবং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৭৯/১৮/১ আচার্য জগদীশ বোস রোড (পূর্বতন ৭৯/১৮ লোয়ার সার্কুলার রোড) থানা-তালতলা,কলকাতা- ৭০০০১৪ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৫৩-এর স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত এবং সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত শেয়ার এবং ইন্টারেস্ট সহ যা বর্ণিত গিফট ডিড নং আই-১৯০১-০৮৪৯৯/২০২১ তারিখ- ২৩.০৯.২০২১, শ্রী অমিতাভ সেনের নামে ০৮/১১/২০২১ তারিখে নিবন্ধিত হিসাবে।

তারিখ: ২১/০৬/২০২৪
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

ফর্ম জি
অবনীশ ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড -এর
জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
পশ্চিমবঙ্গে বিল্ডিং সমাপ্তি (একটি নির্মাণ সমাপ্তিতে অবদান রাখে এমন কার্যকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত। একই ধরণের মেরামতগুলি সংশ্লিষ্ট উপ-শ্রেণীতেও অন্তর্ভুক্ত)
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬ -এর রেগুলেশন ৩৬এ এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	প্যান/সিআইএন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অবনীশ ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড CIN: U45400WB2014PTC200982
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	পি-৪১১/১৬, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০২৯
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	সিডি-র ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	তারিখ হিসাবে কোনও স্থায়ী সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়নি
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার উৎপাদন ক্ষমতা	বিল্ডিং সমাপ্তি (একটি নির্মাণ সমাপ্তিতে অবদান রাখে এমন কার্যকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত। একই ধরণের মেরামতগুলি সংশ্লিষ্ট উপ-শ্রেণীতেও অন্তর্ভুক্ত)
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	**২০১৮-১৯ আর্থিক বছর অনুযায়ী** পরিমাণ - নেই মূল্য - মোট রাজস্ব - ₹ ৬৯,৭২,৭২৫ (প্রায়)
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	বিস্তারিত পাওয়া যায়নি
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (সময়সূচী সহ), ঋণদাতাদের তালিকা সহ আরও বিবরণ ইউআরএল-এ উপলব্ধ	ক. **দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (সময়সূচী সহ)**- avaneeshcirp@gmail.com -এ মেইল করে পাওয়া যেতে পারে খ. **ক্রেডিটরদের তালিকা আইবিবিআই -এর আইবিবিআই -এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://ibbi.gov.in/en/claims/claimprocess/U45400WB2014PTC200982 -তে উপলব্ধ**
৯.	কোডের ধারা ২৫ (২) (এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা ইউআরএল এ উপলব্ধ:	**avaneeshcirp@gmail.com** -তে ইমেল মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১০ জুলাই, ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের সাময়িক তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৫ জুলাই, ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৯ জুলাই, ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	২২ জুলাই, ২০২৪
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারকলিপি, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	১৯ জুলাই, ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৯ অগস্ট, ২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের ইমেল আইডি প্রক্রিয়া	**avaneeshcirp@gmail.com**

স্বা/-
নীরজ কুমার সুরেকা
অবনীশ ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড -এর রেজলিউশন প্রফেশনাল
IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517
"সেন্ট্রাল প্লাজা" রুম নং 'এইচ', ৭ম তল
৪১ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২
তারিখ: ২৪ জুন, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank
পরিশিষ্ট-৪
[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০ ০০১, ই-মেইল : ubin0554731@unionbankofindia.bank

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ,** ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২(২০০২ এর এক্ট নং-৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১৭.১১.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার মেসার্স ইউনিত্রিবেণী ওভারসিজ, শ্রী অরিজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রী ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রী রণজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী স্বাতী ভট্টাচার্য, শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সুতপা জিষ্ণু মিত্র- কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ ১৬,০৪,৭৮,০৫০.১৩** টাকা (ষোল কোটি চার লক্ষ আটাত্তর হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র)পরিশোধ করতে বলেন উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২০ ই জুন, ২০২৪ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **১৬,০৪,৭৮,০৫০.১৩** টাকা (ষোল কোটি চার লক্ষ আটাত্তর হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১ : ফ্ল্যাট নং ১০৬২-এর অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ১৭২৫ বর্গফুট, ৬ষ্ঠ ফ্লোরে, টাওয়ার-১-এ ডিএন অক্সি পার্ক অ্যাপার্টমেন্ট, ডুমডুমা মৌজা, থানা- খন্ডগিরি, তহসিল- ভুবনেশ্বর, জেলা- খুরদা, ওড়িশা, পিন- ৭৫১ ০৩০, **শ্রীমতী সুতপা জিষ্ণু মিত্রের মালিকানাধীন। পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ড্রেন, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব - প্লট নং ৪৬৬,৪৬৫,৫৩৫,৫৩৪,৫৩২, পশ্চিম- প্লট নং ৪৬৯,৪৬৮, ৫১৫,৫১৬,৫৩০,৫২৯ দ্বারা।

সম্পত্তি ২ : ফ্ল্যাট নং ৪০২-এর অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ৭৮৫ বর্গফুট, ৪র্থ ফ্লোরে, টাওয়ার-১-এ ডিএন অক্সি পার্ক অ্যাপার্টমেন্ট, ডুমডুমা মৌজা, থানা- খন্ডগিরি, তহসিল- ভুবনেশ্বর, জেলা- খুরদা, ওড়িশা, পিন- ৭৫১০৩০, **শ্রীমতী সুতপা জিষ্ণু মিত্রের মালিকানাধীন। পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ড্রেন, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব - প্লট নং ৪৬৬, ৪৬৫, ৪৬৫, ৫৩৫, ৫৩৪, ৫৩২, পশ্চিম - প্লট নং ৪৬৯, ৪৬৮, ৫১৫, ৫১৬, ৫৩০, ৫২৯ দ্বারা।

সম্পত্তি ৩ : ফ্ল্যাট নং ৩০৩সি এর অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল , ৩য় ফ্লোর, পরিমাপ ১০৪৭ বর্গফুট, ডুলস অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট নং ১৫৫৫ এবং ১৫৫৪-এর উপরে দাঁড়িয়ে, খাতা নং ১০৫৭/২২৫৩, গোবিন্দ প্রসাদ ইউনিট ৩২ মৌজা, থানা - শহীদ নগর, তহসিল - ভুবনেশ্বর, জেলা- খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১ ০০৭, **মেসার্স ইউনিত্রিবেণী ওভারসিজ এর নামে । পরিবেষ্টিত:** উত্তর - প্লট নং ২১৫০, দক্ষিণ- প্লট নং ১৫৫৬, পূর্ব - রোড, পশ্চিম - প্লট নং ১৩৪২।

তারিখ : ২০.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং, ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭
যোগাযোগ নং : ০৩৩-২৬৭১৪০২৯, ইমেইল: ghoshpara@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১)-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রি বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ -এর কাছে বন্ধক দেওয়া/দায়বদ্ধ, যার গঠনমূলক দখল নিয়েছেন কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার, তা "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা কিছু আছে" এবং "যেখানে যা কিছুই থাক" ভিত্তিতে **১২ জুলাই, ২০২৪ (১২.০৭.২০২৪)** তারিখে বিক্রি হবে **৭,২৮,১২২.৪৮ টাকা (সাত লক্ষ আঠাশ হাজার একশত বাইশ টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র)** ১৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে ১৬.০৫.২০২৪ থেকে আরও সুদ আইন অনুযায়ী যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ এর প্রাপ্য পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- প্রয়াত তপন কুমার দত্ত, শান্তিনগর, পোস্ট-সাপুইপাড়া, থানা-নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ -তে, **২) শ্রী কল্যাণ সাহা (জামিনদার)** (শ্রীমতী প্রতিমা দত্তের জামাতা), ফুলঝোর গ্রাম, ডাঙ্গাপাড়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পিন- ৭১৩২০৬, পশ্চিমবঙ্গ -এর কাছে।

সম্পত্তিটির জন্য সংরক্ষিত মূল্য হবে **২৭,৪৩,২০০/- টাকা (সাতাশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার, দুইশত টাকা মাত্র)** এবং সম্পত্তিটির জন্য বায়না জমা হবে **২,৭৪,৩২০/- টাকা (দুই লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশত কুড়ি টাকা মাত্র)।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৪ বর্গফুট যা ১৩০৯ বর্গফুট সমতুল্য পরিমাপ করা বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (আরএস দাগ নং ৫৪০৩/২২০৪২-তে ১৪ ছটাক ৪ বর্গফুট, আরএস দাগ নং ৫৪০৩/২২০৪৩ ১৫ ছটাক) খতিয়ান নং ৪৭৫১/২ অধীন, সেইসঙ্গে তথায় থাকা ইটের তৈরি সিমেন্টের মেঝের কমবেশি ১২০০ বর্গফুট পরিমাপের একতলা ভবন সহ এবং মৌজা-বালিতে অবস্থিত, জেএল নং ১৪, থানা পূর্বে বালি বর্তমান নিশ্চিন্দা, সাপুইপাড়া-বাস্তুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, হাওড়া জেলায়, উত্তর দিকে অবস্থিত ১২ ফুট প্রশস্ত পঞ্চায়েত কমন প্যাসেজ ব্যবহার করার অধিকার সহ অন্যান্য সমস্ত সুবিধা এবং ইজমেন্ট ও কোয়াসি- ইজমেন্ট সহ। সম্পত্তিটি শ্রীমতী প্রতিমা দত্তের নামে আছে।

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.kvb.co.in/Property Under Auction -তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক এছাড়াও https://bankauctions.in –পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েব পোর্টাল, @০৮১৪২০০০০৬২/৬৩

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

তারিখ : ১৯.০৬.২০২৪
স্থান: ঘোষপাড়া
অনুমোদিত আধিকারিক
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং, ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭
যোগাযোগ নং : ০৩৩-২৬৭১৪০২৯, ইমেইল: ghoshpara@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১)-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রি বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ -এর কাছে বন্ধক দেওয়া/দায়বদ্ধ, যার গঠনমূলক দখল নিয়েছেন কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার, তা "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা কিছু আছে" এবং "যেখানে যা কিছুই থাক" ভিত্তিতে **১২ জুলাই, ২০২৪ (১২.০৭.২০২৪)** তারিখে বিক্রি হবে **১৩,৭৮,২৮১.৫৮ টাকা (তের লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত একাশি টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র)** ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে ০১.০৬.২০২৪ থেকে আরও সুদ আইন অনুযায়ী যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ এর প্রাপ্য পুনরুদ্ধারের জন্য **১) মেসার্স গঙ্গোত্রী কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট (ঋণগ্রহীতা)**, স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাম আশীষ সিং, বালি, ১৩ সাপুইপাড়া, থানা-নিশ্চিন্দা, হাওড়া-৭১১০০১, পশ্চিমবঙ্গ -তে **এছাড়াও,** ৪৯/৫/২ই/এইচ৩, কার্ল মার্কস সরণি, পোস্ট- খিদিরপুর, সাউথ পোর্ট থানা, কলকাতা-৭০০০২৩ -তে, পশ্চিমবঙ্গ **এছাড়াও,** ৫৫, অমৃত নগর, সাপুইপাড়া নিশ্চিন্দা, বালি বীরপুর সাপুইপাড়া, ইরিয়া, হাওড়া-৭১১০২৬, পশ্চিমবঙ্গ -তে, **২) শ্রীমতী সুনিতা সিং** (স্বামী- শ্রী রাম আশীষ সিং) **(জামিনদার),** ৪৯/৫/২ই/এইচ৩, কার্ল মার্কস সরণি, পোস্ট-খিদিরপুর, সাউথ পোর্ট থানা, কলকাতা-৭০০০২৩, পশ্চিমবঙ্গ -এর কাছে।

সম্পত্তিটির জন্য সংরক্ষিত মূল্য হবে **২৭,৯৯,০০০/- টাকা (সাতাশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)** এবং সম্পত্তিটির জন্য বায়না জমা হবে **২,৭৯,৯০০/- টাকা (দুই লক্ষ উনআশি হাজার নয়শত টাকা মাত্র)।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ভবনের নিচতলায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিমেন্ট ফ্লোরিং শপ রুম নং ৩ -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২০% সুপার বিল্ট-আপ এলাকা সহ প্রায় ৪৩২ (চারশত বত্রিশ) বর্গফুট পরিমাপের ক্ষেত্র বিশিষ্ট সেইসঙ্গে জমির ও এর অন্তর্গত সাধারণ এলাকার অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার যা মৌজা বালি -তে অবস্থিত, জেএল নং. ১৪, আরএস দাগ নং৭৬৩৪ -এর সম্পর্কিত, এলআর দাগ নং ২৪৮২৫ খতিয়ান নং ৮৬৫৯ এর অধীনে বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সাপুইপাড়ায় অবস্থিত, থানা-নিশ্চিন্দা (পূর্বে বালি), জেলা-হাওড়া, পিন কোড নং-৭১১২২৭, ডিস্ট্রিক্ট এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার হাওড়ার অফিসের এক্তিয়ারের মধ্যে জমির দক্ষিণ দিকের প্রধান সড়ক ব্যবহার করার অধিকার সহ, শ্রী রাম আশীষ সিং-এর নামে আছে, যা নিম্নোক্তমতো চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:-

উত্তর দিকে: কমন গ্যারেজ
দক্ষিণ দিকে: আংশিকভাবে দোকানের রুম নং ২ এবং আংশিক খোলা কমন স্পেস এবং পঞ্চায়েত রোড
পূর্ব দিকে: বিল্ডিং প্যাসেজ **পশ্চিম দিকে:** আংশিক দোকানের রুম নং ২ এবং আংশিক ফ্ল্যাট নং জি-৩

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.kvb.co.in/Property Under Auction -তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক এছাড়াও https://bankauctions.in –পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েব পোর্টাল, @০৮১৪২০০০০৬২/৬৩

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

তারিখ : ১৯.০৬.২০২৪
স্থান: ঘোষপাড়া
অনুমোদিত আধিকারিক
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং, ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭
যোগাযোগ নং : ০৩৩-২৬৭১৪০২৯, ইমেইল: ghoshpara@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬)-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রি বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ -এর কাছে বন্ধক দেওয়া/দায়বদ্ধ, যার গঠনমূলক দখল নিয়েছেন কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার, তা "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা কিছু আছে" এবং "যেখানে যা কিছুই থাক" ভিত্তিতে **১২ জুলাই, ২০২৪ (১২.০৭.২০২৪)** তারিখে বিক্রি হবে **১১,৬১,৫৯১.৫৬ টাকা (এগারো লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশত একানব্বই টাকা এবং ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র)** ২১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে ২২.০৫.২০২৪ থেকে আরও সুদ আইন অনুযায়ী যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ এর প্রাপ্য পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রী শৈবাল কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর রায়, খানা জংশন, কিশোরকোনা গাসি ২, বর্ধমান-৭১৩১৪১, **শ্রী সঞ্জীব চ্যাটার্জি (জামিনদার),** পিতা-তারক নাথ চ্যাটার্জি, ১ শিবনারায়ণ রোড উত্তরপাড়া, কোতরং মিউ উত্তরপাড়া, পিন-৭১২২৫৮ -এর কাছে।

সম্পত্তিটির জন্য সংরক্ষিত মূল্য হবে **১০,৭৩,৭০০/- টাকা (দশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত টাকা মাত্র)** এবং সম্পত্তিটির জন্য বায়না জমা হবে **১,০৭,৩৭০/- টাকা (এক লক্ষ সাত হাজার তিনশত সত্তর টাকা মাত্র)।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

৪(চার) কাঠা ১(এক) ছটাক ১৭(সতেরো) বর্গফুট পরিমাপের মোকোরারি মৌরাসি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর অবস্থিত , দ্বিতীয় তলায়, বহুতল ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ২০৪ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (জি+৪) বহুতল বিশিষ্ট নবনির্মিত কাঠামো ও সুবিধার অধিকার সহ যার আরএস দাগ নং ৭০৮৮/২১০১৯-আরএস খতিয়ান নং ৭১৩১ মৌজা বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি), জেএল নং ১৪, জেলা হাওড়ার অধীন বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারের মধ্যে উত্তর ঘোসপাড়ায় অবস্থিত, জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া। উক্ত ফ্ল্যাটের পরিমাপ প্রায় কমবেশি ৪৩৪ (চারশত চৌত্রিশ) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যার আছে ১ (এক) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং রুম, ১ (এক) রান্নাঘর রুম, ১টি নিয়ে গঠিত (এক) ল্যাট্রিন এবং বাথরুম এবং ১ (এক) বারান্দা এবং সাধারণ সিঁড়ি, মার্বেল মেঝে (লিফ্ট সুবিধার সহ), বহুতল ভবনের সাধারণ স্থান ব্যবহার এবং সমস্ত সুবিধার অধিকার সহ এবং উল্লিখিত ফ্ল্যাটের নীচের জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার ও সেইসঙ্গে ভবনের সাধারণ এলাকা ও জমির ব্যবহারের অধিকার সহ, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রর হাওড়ার অফিসের এক্তিয়ারের মধ্যে এবং জমিগুলি, শ্রী শৈবাল কুমার রায়ের নামে আছে।

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.kvb.co.in/Property Under Auction -তে ব্যবস্থিত লিঙ্ক এছাড়াও https://bankauctions.in –পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েব পোর্টাল, @০৮১৪২০০০০৬২/৬৩

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

তারিখ : ১৯.০৬.২০২৪
স্থান: ঘোষপাড়া
অনুমোদিত আধিকারিক
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পাটখেত থেকে মহিলার খন্ড -বিখন্ড মৃতদেহ উদ্ধার, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পাটখেত থেকে মহিলার খন্ড-বিখন্ড মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করল তপন থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের তোলার পাশাপাশি ১৪ দিনের হেপাজত চাওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। রবিবার এই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল।

উল্লেখ্য, গত ২১ তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তরিয়ট এলাকায় জমি থেকে এক মহিলার পায়ের দেহাংশ সহ হাড়গোড় উদ্ধার হয়। এদিকে রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে নিমপুর এলাকায় গত চার দিন আগে সুলেখা খাতুন (বিবি) নামের এক মহিলা নিখোঁজ ছিলেন। তবে গৃহবধূ নিখোঁজ হলেও তখন থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ তাঁর পরিবারের সদস্যরা দায়ের করেনি। শনিবার মৃতের পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তপন থানার পুলিশ তদন্তে নামে। এদিকে এক মহিলার খন্ড বিখন্ড দেহ উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে ওই গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা এসে কাটা পা এবং জুতো দেখে জানান, সেগুলি নিখোঁজ সুলেখা খাতুনের। কর্মসূত্রে তাঁর স্বামী ভিন রাজ্যে থাকেন। দুই সন্তান নিয়ে বাড়িতেই থাকতেন তিনি। মৃতার পরিবারের লোকেদের তরফে দাবি করা হয় সুলেখাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের পর ট্রাক্টরের রোটাভেটার দিয়ে দেহাংশ টুকরো টুকরো করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের জন্য এরপর সেই দেহাংশ জমির নানা জায়গায় মাটিতে মিশিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। যার ফলে শরীরের অনেক অংশই পাট খেতের মধ্যে থেকে এখনো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই খুন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। রবিবার এই বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল।

এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, এলাকায় সাদ্দাম সরকারের জমি থেকে এক মহিলার দেহাংশ উদ্ধার হয়েছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করি। ২২ তারিখে আমাদের কাছে খ বর আসে সুলেখা খাতুন নামে ওই এলাকা থেকে এক মহিলা নিখোঁজ রয়েছে। উদ্ধার হওয়া পা ও জুতো দেখে ওই মহিলার ছেলে চিহ্নিত করেন যে এটা তার মা। এবং ওই মহিলার ননদ একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে সাদ্দাম সরকারের নামে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা মামলা রুজু করি এবং তদন্ত শুরু করি। সাদ্দাম সরকারকে আমরা যখন জেরা করি তখন উনি নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আমরা আদালতে তুলেছি এবং ১৪ দিনের হেপাজত চাওয়া হয়েছে। সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে মৃত মহিলার চেনা পরিচয় ছিল। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে গাড়ির ধাক্কায় আহত ছাত্রের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু

হাসপাতালে ঘেরাও করে বিক্ষোভ, ভুল স্বীকার করল চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর শহরের ব্লক ডাঙা এলাকায় একটি চারচাকা গাড়ির ধাক্কাতে মৃত্যু হল মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এক ছাত্রের। মৃত ওই ছাত্রের নাম রিকি কর্মকার (১৭)। ২০২৪এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রটি উত্তীর্ণ হয়েছিল। আর্থিক অসুবিধার জেরে ছাত্রটি একাদশ শ্রেণিতে ফর্ম ফিলাপ করেও ভর্তি হতে পারেনি। বর্তমানে ছাত্রটি চা বিক্রি করার কাজে তার বাবার সঙ্গে দোকানে থাকত।

রবিবার সকালে ছাত্রটি স্থানীয় একটি জলাশয় থেকে স্নান করে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। ওই সময় রঘুনাথপুর শহরের ব্লক ডাঙা এলাকার সাব রেজিস্ট্রি অফিসের অদূরে একটি চার চাকার গাড়ি তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা গাড়িটির নম্বর প্লেটের ছবি তুলে পুলিশে জানালে পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রটিকে তার বেশ কয়েকজন বন্ধু তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু তাদের অভিযোগ হাসপাতালে আনার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর চিকিৎসক আসেন ও তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই এলাকার বাসিন্দারা সহ রঘুনাথপুর পুরসভার দুই কাউন্সিলর প্রণব দেওঘরিয়া ও মৃত্যুঞ্জয় পরামাণিক হাসপাতালে ছুটে আসেন। হাসপাতালে মৃতদেহ ফেলে রেখে ওই হাসপাতালের ডাক্তারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা সহ রিকির বন্ধু ও পরিবারের আত্মীয়রা। দফায় দফায় বিক্ষোভ চলার পর এদিন দুপুরে হাসপাতালের সুপারের অবর্তমানে হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের কাছে গিয়ে ওই হাসপাতালের অভিযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্র গরাইকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাসিন্দারা। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর ঘটনার জন্য ওই চিকিৎসক তার ভুল স্বীকার করে নেন ও পরবর্তী সময়ে এই ধরনের ঘটনা আর যাতে না ঘটে সেই দিকে সজাগ থাকবেন বলে সকলের কাছে স্বীকারোক্তি করেন। এরপরই আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ বন্ধ করেন। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে রঘুনাথপুর পুরসভার ১নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রণব দেওঘরিয়া বলেন, খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। রবিবার সকালে তার ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুঃস্থ এক ছাত্র গাড়ির ধাক্কাতে গুরুতর আহত হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু হাসপাতালে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ওই সময় হাসপাতালের ছিলেন না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ফোন করেন তথাপি তিনি দ্রুত হাসপাতালে আসেননি। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ওই চিকিৎসক হাসপাতালে আসেন। ততক্ষণে ছাত্রটির মৃত্যু হয়। ওই চিকিৎসক এসে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপরই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হতে থাকে। ওই চিকিৎসকের গাফিলতির জন্যই বিনা চিকিৎসার জন্যই ছাত্রটির মৃত্যু হয়। ফলে এলাকার বাসিন্দারা, ছাত্রটির বন্ধু সহ পরিবারের আত্মীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ওই চিকিৎসককে ঘেরাও করে।

প্রণববাবু আরো জানান তিনি বিষয়টি ফোন মারফত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককেও জানান।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে বিক্ষোভ দেখানোর পর রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার গৌরব চ্যাটার্জী ও ডাক্তার কৃষ্ণেন্দু মণ্ডলের উপস্থিতিতে অভিযুক্ত ওই চিকিৎসককে নিয়ে একটি আলোচনা হয়। তখনই ওই চিকিৎসক সকলের কাছে তার ভুল স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার দিকে তিনি সজাগ থাকবেন বলে জানান।

এরপরই রঘুনাথপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে ওই ছাত্রের দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

আরামবাগ শহরকে যানজট মুক্ত করতে উদ্যোগী পুলিশ কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: যানজট মুক্ত করতে পথে নামলেন আরামবাগ এসডিপিও ও থানার আইসি। আরামবাগ শহরের উপর দিয়ে এবং শহরের ভেতর ছোট-বড় গাড়ি, মোটরবাইক রেখে চালকরা অন্যত্র চলে যায় এবং পুরাতন সবজি বাজারে ফুটপাত দখল করে রাস্তার উপর বিভিন্ন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সবজি বিক্রেতারা ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করে। এই কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ বললেও কোনো রকম সুরাহা হয়নি। এবার শহরকে যানজট মুক্ত করতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল পুলিশ প্রশাসনকে। রবিবার সকালে শহরের গৌরহাটি মোড় থেকে পুরাতন সবজি বাজার হয়ে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের অভিযান চলে। যে সমস্ত দোকানদার ও ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা তাদের বিক্রিত মাল ফুটপাত দখল করে রাস্তায় রেখে ব্যবসা করছে, তাদেরকে বিভিন্ন মাল না রাখার পরামর্শ দেন আরামবাগের পুলিশ প্রশাসন। দেখা যায় শহরের রাস্তার দুই পাশেই দোকানদার থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা ফুটপাত দখল করে জিনিসপত্র রাখে, সেই সমস্ত ব্যবসাদারদের ফুটপাতে জিনিসপত্র না রাখার পাশাপাশি দোকানেই রাখার নির্দেশ দেন পুলিশ প্রশাসন। শহরকে যানজট মুক্ত করতেই পুলিশ প্রশাসনের এই অভিযান। এদিন আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও থানার আইসি রাকেশ সিং-এর নেতৃত্বে শহরকে যানজট মুক্ত করতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দোকানদার ও ব্যবসাদারদের উদ্দেশ্যে ফুটপাত মুক্ত করার কথা বলা হয়। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসী। পুরাতন বাজারের এক দোকানদার স্বপন বিশ্বাস বলেন, পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগটা খুবই ভালো, সকাল থেকেই বিভিন্ন সবজি বিক্রেতা সহ দোকানদাররা ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করে বাজারে। ফলে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে, সেজন্য পুলিশ প্রশাসন যে সবাইকে বলে গেল এটা মেনে চলা উচিত। পাশাপাশি আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, পথ চলতি মানুষের চলতে খুবই অসুবিধা হয়। আমরা নিজেরাও যখন যাই তখন দেখি প্রচুর জ্যাম হয়। যানজটের মূল কারণ হচ্ছে ব্যবসাদারদের এই রাস্তার ওপর মাল রাখা। আমরা ভালোভাবে আবেদন করছি ব্যবসাদারদের কাছে গিয়ে। রাস্তার ওপরটা তো দোকানের অংশ নয়, এটাতে পথ চলতি মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। বাজার করতে এসে মানুষ যদি সমস্যায় পড়ে কাম্য নয়। সকল ব্যবসারদের বলব, আপনারা রাস্তা ছেড়ে ব্যবসা করুন।

বর্তমান সময়ে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে সিউড়ি তবলা একাডেমী ও উচ্চারণ আবৃতি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত হল বিবেকানন্দ তর্পনের। এদিন সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে রামকৃষ্ণ দেব সারদা মা ও বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সাংস্কৃতিক গীতি আলেখ্যর পাশাপাশি শেষে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রতি আলোকপাত করেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজি মহারাজ এবং বর্ষীয়ান সাংবাদিক তথা বিবেকানন্দ গবেষক তরুণ গোস্বামী।

সোমবার সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে শুরু হচ্ছে জাদু খেলা বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে হারিয়ে যেতে বসা এই জাদু খেলায় থাকবে সামাজিক বার্তাও জানালেন জাদুকর কিসমত কুমার। রবিবার বিকালে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। তিনি বলেন, সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এই জাদু ভূমিকা নিচ্ছে।

রাস্তা ঘিরে হকারি, যানজট রুখতে অভিযানে পুরসভার চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরের ব্যস্তবহুল এলাকার রাস্তা ঘিরে বাজার বসার বিরুদ্ধে অভিযান চালাল ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সরেজমিনে শহরের বিভিন্ন এলাকার রাস্তা ঘিরে বাজার বসার বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এমনকী বেশ কয়েকটি এলাকার ব্যস্তবহুল রাস্তায় বেআইনি পার্কিং এবং ঠেলাগাড়িতে সবজি ফলের দোকানগুলিও উঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে মালদা শহরের ব্যস্তবহুল এলাকাগুলিতে যানজট পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলেও মনে করছে বিভিন্ন মহল। যদিও শনিবার শহরের যানজট পরিস্থিতি এবং বেআইনি টোটোর দাপট রুখতেই অভিযান চালিয়েছিল জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। এরপরই এদিন সকাল থেকেই মালদা শহরের বেশ কয়েকটি ব্যস্তবহুল এলাকার রাস্তা ঘিরে বাজার বসার বিরুদ্ধেও রীতিমতো দাঁড়িয়ে থেকে সেগুলির তদারকি করেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

এদিন মালদা শহরের মকদমপুর এলাকার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র পুর বাজারের সামনের রাস্তায় গিয়েও অসংখ্য অস্থায়ী দোকান তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে চেয়ারম্যান। বেআইনিভাবে ব্যস্তবহুল মকদমপুর এলাকার বিভিন্ন রাস্তার ধারে বাজার বসাতেই যানজট পরিস্থিতি ভয়ংকর আকার নিয়েছে এমনই অভিযোগ উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। শহরের যানজট পরিস্থিতি এবং বেআইনিভাবে ফুটপাত দখলের বিরুদ্ধেও রীতিমতো অসন্তোষ ছড়িয়েছে পুর নাগরিকদের মধ্যে। সেই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই এদিন এই অভিযান চালায় ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। কোনওমতেই রাস্তার অংশ ঘিরে বাজার বসতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে, পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি যত্রতত্র বেআইনি পার্কিং এবং ঠেলাগাড়িতেও রাস্তার উপরে বেচাকেনা করতে না দেওয়ার ব্যাপারেও রীতিমতো কড়া নির্দেশ দিয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভা। এই ধরনের অভিযান লাগাতার চালানো হবে বলেও জানানো হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, শহরের রাস্তা ঘিরে বেআইনিভাবে দোকান, বাজার বসানো যাবে না। এজন্য নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফল, সবজি বেচাকেনা করতে হবে। যেখানে সেখানে বেআইনিভাবে মোটরবাইক পার্কিং করার বিরুদ্ধে রীতিমতো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যানজটমুক্ত শহর গড়ে তুলতেই রীতিমতো কড়া পদক্ষেপের কোথাও জানিয়েছেন চেয়ারম্যান। তবে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দখল করে এই ধরনের বেচাকানার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাবে ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন বলেও জানিয়েছেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

বলিদান দিবসে রোগীদের পাশে আরামবাগের বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বলিদান দিবসে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। এদিন সারা আরামবাগের বিজেপি কর্মীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই দিনটি পালন করেন। জানা গিয়েছে, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার কার্যালয় থেকে শুরু করে আরামবাগ বিজেপির কার্যালয় ও বুথ স্তরেও পালন করা হয় বলিদান দিবস। পাশাপাশি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের ফল দান করেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালে এদিনই মৃত্যুবরণ করেন ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা কৃতি বাঙালি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তার ভারতীয় জনসংঘ থেকেই পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান। তাই এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে সারা দেশ জুড়ে পালিত হয় এই পুণ্য তিথি। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট নেহেরুর মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু ১৯৫০ সালে নেহেরু লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে লোকসভার মধ্যেই সরব হন তিনি। অবশেষে প্রতিবাদে পদত্যাগও করেন। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ, এক দেশ এক প্রধান এই নীতির পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। ১৯৫১ সালে গুরু গোলওয়ালকারের আদর্শে নতুন রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরেই পারমিট রাজ বন্ধ এবং ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবিতে কাশ্মীর অভিযান করেন তিনি। সেখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৫৩ সালে জেলের মধ্যেই মৃত্যু হয় তার। ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু দিনটি বলিদান দিবস হিসাবে পালন করে আপামোর ভারতবাসী। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ জানান, আমরা এদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে বলিদান দিবস পালন করেছি। রোগীদের ফলদান করা হয়।

সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগ মহকুমা জুড়ে মর্যাদার সঙ্গে বলিদান দিবস পালনের পাশাপাশি হাসপাতালে রোগীদের পাশে বিজেপি নেতৃত্ব।

সিঙ্গুরে সমবায় সমিতির নির্বাচনে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ করল বামেরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: লোকসভা নির্বাচনের পরপরই শুরু হয়েছে সমবায় সমিতির নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকজন বাম নেতা কর্মীকেও মারধরের অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাটি সিঙ্গুরের নসিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর সমবার কৃষি উন্নয়ন সমিতির লিমিটেডের নির্বাচন। রবিবার সেই ভোট শুরু হয় সকাল এগারোটা থেকে। মোট ৪৫টি আসনের লড়াই। সিপিএম ও তৃণমূল সব আসনে লড়াই করছে। বিজেপি এগারোটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বেলা বাড়ার সঙ্গেই বিরোধী এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয় বুথ থেকে। পুলিশের সামনেই বহিরাগতদের নিয়ে এসে অবাধে ছাপ্পা ভোট মারতে শুরু করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ,তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের মারে গুরুতর আহত একজন সিপিএম এজেন্ট। তাঁকে উদ্ধার করে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতা গোবিন্দ ধারা বলেন, 'এখানে ভোট চলছে শান্তিপূর্ণভাবে। কোনও অশান্তির খবর নেই। ওরা ভোট পাবে না বলে এই সব বলছে।'

বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু চুঁচুড়ার তরুণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: তরতাজা জলজ্যান্ত প্রাণটা চলে গেল এক নিমেষেই। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তরুণীর। জানা গিয়েছে, অনলাইনে বাইক বুক করে তিনি নিউটাউন থেকে ফিরছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতিতে থাকা ওই বাইকটি ধাক্কা মারে একটি ট্যাক্সির পিছনে। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান তিনি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম প্রিয়সী পাল (২২)। হুগলির চুঁচুড়ার কোদালিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পল্লিশ্রী এলাকায় তিনি থাকতেন। সাংবাদিকতা নিয়ে এমএ করছিলেন অসমের তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। নিউটাউনের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি ইন্টার্নশিপ করছিলেন। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার জন্য তিনি একটি বাইক বুক করেন। সেই মতো বাইকে চড়ে নারকেল বাগানের দিক থেকে আকাঙ্খা মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। ইকোপার্ক এক নম্বর গেটের কাছে আসতেই দ্রুতগতিতে থাকা বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাক্সির পিছনে। তখনই বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান ওই তরুণী।

চালকও বাইক থেকে ছিটকে পড়েন। আহত দু'জন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা উদ্ধার করে চিনারপার্কের সামনে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই প্রিয়সীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অপরদিকে, আহত যুবক সৃজন বিশ্বাস ভর্তি হাসপাতালে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ইকোপার্ক থানার পুলিশ। প্রিয়সীর মা মৌসুমী পাল জানান, 'সন্ধে সাতটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে ফোন আসে। জানানো হয় ওর দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরপর আমি ও বন্ধুদের ফোন করি। আমি গিয়ে আর দেখতে পাইনি।'

ডাম্পারের ধাক্কায় চিকিৎসকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রবিবার সকালে মাতকাতপুরে একটি বালি বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় এক চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন পেছন থেকে ডাম্পারটি ধাক্কা মারায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে হরিপদ মাইতি নামে ওই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের। তার বাড়ি মেদিনীপুর শহরের জর্জকোট এলাকায়। পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সকাল সাতটা নাগাদ মেদিনীপুর থেকে বাইকে করে যাচ্ছিলেন হরিপদবাবু। মাতকাতপুরে ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পেছন থেকে একটি বালি বোঝাই ডাম্পার তাকে পিষে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ঘাতক বালি গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। মৃতদেহ আটকে রেখে চলে পথ অবরোধ। এর ফলে মেদিনীপুর-খড়গপুর সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। উত্তেজিত জনতাকে বোঝানোর পর অবরোধ উঠে যায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

একে অপরকে সবুজ রঙে রাঙিয়ে বিজয় মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: রবিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় বিজয় মিছিল। এদিন সকাল দশটা নাগাদ মিছিলটির সূচনা হয় ঝাঁঝরা এমআইসি গেটের সামনে থেকে। শেষ হয় লাউদোহা থানা মোড়ে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। বিজয় উল্লাসে সবুজ আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে দেয় নেতা কর্মীরা। উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে আসানসোল কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় এসেছে প্রায় ৬০ হাজার ভোটের ব্যবধানে। আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে শাসক দল সবচেয়ে বেশি লিড পেয়েছে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার এই এলাকা থেকেই। বিজয় মিছিল শেষে দলের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, লোকসভা হোক বা বিধানসভা দুর্গাপুর-ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকে তৃণমূল সবসময় এগিয়ে থাকে, আগামীতে এগিয়ে থাকবে। কারণ সারা বছর আমরা এলাকার মানুষের পাশে থাকি। তাই প্রতিটি ভোটেই স্থানীয়রা দু'হাত উজাড় করে ভোট দেয় তৃণমূলকে।

বারাসাত শিশু খুনের কিনারা করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মাত্র বারোশো টাকার তাল নিয়ে বিবাদ আর তার কারণেই নিজের ভাইপোকে খুন করেছেন আঞ্জীব নবী। এটা কল্পনাতেও ভাবতে পারছেন না ফারদিনের বাবা-মায়েরা। সে কারণেই বারাসাত থানার পুলিশ রবিবার আঞ্জিব নবীকে ফের একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে ফারদিনের বাবা-মায়ের সামনে। যা শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন ফারদিনের বাবা-মা। বাইরে বেরিয়ে এসে সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন তার ভাইয়ের যেন ফাঁসি হয়। বারাসাতে কাজীপাড়ায় নিখোঁজ শিশু দেহ উদ্ধারের পর ওই বাচ্চার জ্যেঠু আঞ্জীব নবিকে গ্রেপ্তার করে বারাসাত থানার পুলিশ। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা হল এই আঞ্জিব নবীই মূল এবং একমাত্র অভিযুক্ত। যখনই পুলিশ তদন্ত করতে গেছে তখনই বারবার পুলিশকে ডাইভার্ট করে বিভিন্ন রকম ভাবে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল সে। কখনো ছেলে ধরা কখনো কিডনি পাচার নানারকম গুজব নবীর মস্তিষ্কপ্রসূত বলে দাবি বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খরিয়ার। একই সঙ্গে সে যেহেতু মসজিদে নামাজ পড়াতো সেই নামাজ পড়ানোর পর প্রত্যেককে জানিয়েছিল বাইরের অপরিচিত লোক দেখলেই মারধর করতে হবে। তাতেই মানুষজন বাইরের লোককে দেখলেই উত্তপ্ত হয়ে মারধর করতে শুরু করে দিয়েছিল।

ঘটনার দিন সন্ধ্যা নিহত শিশু ফারদিন বাড়িতে আসে। কিন্তু তারপর তাকে বাড়ির বাইরে বেরোতে কেউ দেখে নি। ওই এক মুহূর্তের ফাঁকে ফারদিনকে

ডেকে নিয়ে অন্ধকার বাড়ির পেছনে প্রথমে চড় এবং তারপর গলা টিপে খুন করে ওই পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। পুলিশ বারবার ওই এলাকায় তদন্ত করতে গেলেও ওই বাড়ি ঝোপঝাঁড়ে ভরা থাকার কারণে ওই ঝোপঝাঁড়ের মধ্যে তল্লাশি করেনি বলে দাবি পুলিশের, সেই কারণেই নজরে আসেনি প্রথমে। শিশুর বাবা গোলাম নবী সেই দিন আটটার পরে ফারদিনের খোঁজ শুরু করেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গেছে, ৬৪৫ থেকে ৭৩০ এর মধ্যে ওই শিশুকে খুন করা হয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে প্রাথমিকভাবে আঞ্জীব স্বীকার করে তার ভুল হয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশি হেপাজতে থাকাকালীন এই সমস্ত ঘটনা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশ সুপারের।

মহিলা কনস্টেবলের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিএসপির অবনতি কনস্টেবলের পদে

গোরক্ষপুর, ২৩ জুন: উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টকে কনস্টেবল পদে পদাবনতি করা হল। এক মহিলা কনস্টেবলের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে ডিএসপির পদ থেকে কনস্টেবল পদে সরানো হল উত্তরপ্রদেশের এক পুলিশকর্তাকে। ওই পুলিশ আধিকারিকের নাম কৃপাশঙ্কর কনৌজিয়া।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃপা শংকর আগে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের বিঘাপুরের সার্কেল অফিসার (সিও) পদে ছিলেন। এখন তাঁকে পদাবনতি দিয়ে রাজ্যের গোরক্ষপুরের ২৬তম প্রাদেশিক আর্মড কনস্ট্যাবুলারি (পিএসি) ব্যাটালিয়নে নিযুক্ত করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত তিন বছর আগে, ২০২১ সালের জুলাইয়ে। সে মাসে কৃপা শংকর ছুটি নিয়েছিলেন। পরে তিনি 'নিখোঁজ' হন।

কৃপা শংকর ছুটি নিয়েছিলেন পারিবারিক কারণ দেখিয়ে। কিন্তু ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ি যাননি। গিয়েছিলেন কানপুরের একটি হোটেলে। হোটেলে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক মহিলা কনস্টেবল। হোটেলে ওঠার সময় কৃপা শংকর তাঁর ব্যক্তিগত ও অফিশিয়াল উভয় মোবাইল নম্বরই বন্ধ করে রাখেন। কৃপা শংকরের হঠাৎ 'নিখোঁজ' হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী। তিনি তাঁর স্বামীর খোঁজ পেতে উন্নাওয়ের এসপির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এমনকি নিখোঁজ ডায়েরিও করেন থানায়।

এরপরই রাজ্য পুলিশের একটি দল জানতে খোঁজ শুরু করেন কৃপা শংকরের। তখনই জানা যায়, কানপুরের হোটেলটিতে পৌঁছনোর পর কৃপা শংকরের মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়। উন্নাওয়ের পুলিশ দ্রুত হোটেলটিতে যায়। তারা হোটেলটিতে কৃপা শংকর ও এক মহিলা কনস্টেবলকে একসঙ্গে দেখেন। কৃপা শংকর ও মহিলা কনস্টেবলের হোটেলে প্রবেশের দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে তদন্তের ক্ষেত্রে এই ফুটেজ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

ঘটনার পর সরকারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার পর কৃপা শংকরকে কনস্টেবল পদে পদাবনতির সুপারিশ করে সরকার। পুলিশের এডিজি (প্রশাসন) অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেন। ফলে রাজ্যের বড় পুলিশ কর্মকর্তা থেকে কৃপা শংকর এখন কনস্টেবল।

যৌন হেনস্থার অভিযোগে প্রজ্জ্বলের ভাই সুরজ গ্রেপ্তার

বেঙ্গালুরু, ২৩ জুন: যৌন হেনস্থার অভিযোগে হাসনের প্রাক্তন সাংসদ তথা জনতা দল সেকুলারের (জেডিএস) নেতা প্রজ্বল রেভান্নার ভাই সুরজকে গ্রেপ্তার করল কর্নাটক পুলিশ। যৌন নিগ্রহের মিথ্যা মামলায় দলীয় কর্মীই তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন বলে শনিবারই অভিযোগ করেন। শনিবার হাসন জেলার হোলেনরাসিপুরা থানায় সুরজের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন জেডিএস দলেরই এক কর্মী। রবিবার সেই কর্মীর করা যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সেক্স স্ক্যান্ডালে নাম জড়ানো জেডিএস সাংসদ প্রজ্বল রেভান্নার ভাই সুরজ রেভান্না। একাধিক মহিলাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গত মাসে গ্রেপ্তার করা হয় প্রজ্বলকে। এবার যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তাঁর ভাই সুরজও।

যদিও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার নাতি তথা কর্নাটক বিধান পরিষদের জেডিএস সদস্য সুরজের দাবি, অভিযোগকারী ৫ কোটি টাকা চেয়েছিলেন তাঁর কাছে। সেই টাকা না দিত অস্বীকার করায় তাঁকে এই মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে। সুরজ নিজে জনতা দল সেকুলারের প্রথম সারির নেতা। শনিবারই সুরজের ঘনিষ্ঠ সহকারী শিবকুমার অভিযোগ করেছিলেন, জেডিএসের যুব শাখার কর্মী চেতন কেএস ও তাঁর শ্যালক সুরজকে ব্ল্যাকমেইল করছেন। যৌন নিগ্রহের মিথ্যা মামলা দায়ের করে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন। চেতন কেএস নামের ওই দলীয় কর্মী প্রথমে সুরজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, পরে দলের হয়ে কাজ শুরু করেন। সম্প্রতি চেতন সুরজের কাছে পারিবারিক খরচ হিসেবে প্রথমে পাঁচ ও পরে দুকোটি টাকা চান। কিন্তু সুরজ তা দিতে নারাজ হতেই চেতন সুরজ রেভান্নার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ করার হুমকি দেন বলে দাবি। যদিও চেতন সুরজ ঘনিষ্ঠদের এই দাবি অস্বীকার করে কর্নাটকের হাসনে একটি যৌন হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেন। চেতন অভিযোগে জানান, ১৬ জুন তিনি সুরজের ফার্ম হাউসে গেলে সুরজ তাঁকে উলঙ্গ করে যৌন হেনস্তা করেন। তাঁর পরিবারকে প্রাণে মারার হুমকি দেন। এমনকি মুখ বন্ধ রাখার জন্য সুরজই শিবকুমার মারফত তাঁকে প্রথমে দু'কোটি পরে পাঁচ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। রাজনৈতিক ভাবে উন্নতিরও প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর কাছে সব প্রমাণ আছে বলেও দাবি করেছেন চেতন। প্রসঙ্গত, একাধিক মহিলাকে যৌন নির্যাতনের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরে প্রজ্বলকে গত মাসে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি এখন জেলবন্দি। এক নির্যাতিতাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় প্রজ্বল-সুরজের বাবা তথা কর্নাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী এইচডি রেভান্নাকেও। পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

ফের পুণে

গাড়ির ধাক্কায় বাইক আরোহীর মৃত্যুতে ধৃত বিধায়ক দিলীপ মোহিতের ভাইপো

পুণে, ২৩ জুন: পোর্শেকাণ্ডের পর ফের গাড়ির ধাক্কায় এক বাইকচালকের মৃত্যু। মৃতের নাম নাম ওম ভালেরাও। শনিবার রাতে পুণে-নাসিক হাইওয়েতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। এবার অভিযুক্ত ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি (অজিত পাওয়ার)-র বিধায়ক দিলীপ মোহিত পাটিলের ভাইপো ময়ূর মোহিত। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধায়কের ভাইপোর যে গাড়ির ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে,সেটি টয়োটা ফরচুনা। ময়ূর মোহিত নিজেই গাড়ি চালিয়ে রাস্তার উলটো লেন ধরে দ্রুত গতিতে আসছিলেন। সেই সময়েই সামনের দিক থেকে আসা একটি বাইককে ধাক্কা মারেন মোহিত। বাইকে ছিলেন ওম ভালেরাও। তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান।

গাড়ির দুর্ঘটনার পর পরই বিধায়ক দিলীপ মোহিত দাবি করেন, তাঁর ভাইপো ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাননি। এমনকি তিনি মদ্যপ অবস্থায়ও ছিলেন না বলেও দাবি করেন বিধায়ক। পোর্শেকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও সেই একই রকম ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ মে পুণের কল্যাণ নগরে দুই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে পোর্শে দিয়ে চাপা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এক কিশোরের বিরুদ্ধে। সারারাত পার্টি করে সে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। দুই ইঞ্জিনিয়ারকে চাপা দেওয়ার পর কিশোরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও কিছু ক্ষণের মধ্যেই জামিন পেয়ে যায়। সেই ঘটনায় কিশোরের বাবা, দাদু এবং মা গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিশোরকে 'অবজার্ভেশন হোম'-এ রাখা হয়েছে।

বন্দুকবাজের গুলিতে মৃত অন্ধ্রপ্রদেশের যুবক

ওয়াশিংটন, ২৩ জুন: রোজগারের তাড়নায় পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর মার্কিন মুলুকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রাণ হারালেন অন্ধ্রপ্রদেশের যুবক। শুক্রবার আমেরিকার একটি গ্রোসারি স্টোরে হামলা চালায় বন্দুকবাজ। গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যান তিনজন। তার মধ্যেই একজন অন্ধ্রপ্রদেশের দাসারি গোপীকৃষ্ণ।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে আরকানসাস প্রদেশে। রোজকার মতো এদিনও ওই গ্রোসারি দোকানে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। সকলেই ব্যস্ত ছিলেন কেনাকাটায়। হঠাৎই সেখানে বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়ে ওই আততায়ী। সামনে যাকে পায় লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন।

খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছয় আরকানসাস পুলিশ। ওই আততায়ীর সঙ্গে গুলির লড়াই হয় তাদের। পুলিশের গুলিতে জখম হয় ওই বন্দুকবাজ। তার পর আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪ জন। আহত ১০। পুলিশের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে জানান, ওই বন্দুকবাজের নাম ট্র্যাভিস ইউজিন।

ঘটনার পরদিন প্রকাশ্যে এসেছে মৃতদের পরিচয়। সেখানেই জানা যায়, মৃতদের তালিকায় রয়েছেন ৩২ বছর বয়সি দাসারি গোপীকৃষ্ণ। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আট মাস আগে কাজের খোঁজে আমেরিকায় গিয়েছিলেন তিনি। তার পরে আরকানসাসের ম্যাড বুচার গ্রোসারি স্টোরের বিলিং সেকশনে কাজ করতেন। কর্মরত অবস্থায় বন্দুকবাজের গুলিতে আহত হন। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় দাসারির। জানা গিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশেই রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্র। দাসারির মৃত্যুর খবরে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তাঁরা।

গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত বরেলি সাসপেন্ড ৬ পুলিশ আধিকারিক

বরেলি, ২৩ জুন: আমচকা গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তরপ্রদেশের বরেলি। আতঙ্কে লোকজন দৌড়তে শুরু করে দেন। এই ঘটনায় ৬ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হল।

একটি ধাবার জমি দখলকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। অভিযোগ, বরেলির পিলিভীট রোডের ইজ্জত নগর থানা এলাকায় জমি মাফিয়ারা বুলডোজার নিয়ে এসে ওই ধাবার জমি দখল করার চেষ্টা করতেই দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়ে যায়। রাস্তার এক প্রান্ত থেকে মাফিয়ারা ধাবার লোকজনকে লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু গুছিড়লে, ধাবা থেকেও পালটা গুলি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।

সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। সেখানে দেখা যায়, রাস্তার মাঝখানে দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে আতঙ্কিত মানুষজন প্রাণ বাঁচাতে পালানোর চেষ্টা করতে বস্ত। আর ধাবার লোকজন একটি গাড়ির আড়াল থেকে গুলি চালাচ্ছে। আর মাফিয়ারা রাস্তার ডিভাইডারে উঠে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছ। গুলির লড়াইয়ের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলেও, মাফিয়াদের ধরার চেষ্টা না করে নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। আর তাদের সামনেই রাস্তার দু'প্রান্ত থেকে গুলি ছুটে আসছিল বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় যদিও কেউ হতাহত হয়নি বলেই স্থানীয় সূত্রের খবর।

পুলিশ সূত্রে খবর, ইমারতি ব্যবসায়ী রাজীব রাণা আদিত্য উপাধ্যায়ের ধাবা দখলের চেষ্টা করাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। অভিযোগ, রাণা দু'টি জেসিবি নিয়ে এসে ধাবা ভাঙার চেষ্টা করেন। উপাধ্যায় এবং তাঁর দলবল তাঁদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। জেসিবিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পরই দু'পক্ষের মধ্যে গুলিবৃষ্টি শুরু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দু'টি আলাদা মামলা রুজু করা হয়েছে।

এই ঘটনায় সমাজবাদী পার্টির তরফে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সমালোচনা করা হয়। দলের এক্স হ্যান্ডলে লেখা হয়েছে, 'উত্তরপ্রদেশে গুন্ডারাজ অব্যাহত। বরেলিতে দুষ্কৃতীদেরই সহযোগিতা করেছে পুলিশ।'

ইজরায়েলি ফৌজের জোড়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণ হারালেন অন্তত ৪২ জন

জেরুজালেম, ২৩ জুন: গাজায় ইজরায়েলি হানায় অব্যাহত মৃত্যুমিছিল। শনিবার ইজরায়েলি ফৌজের জোড়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণ হারালেন অন্তত ৪২ জন। ইজরায়েলের দাবি, হামাসের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। কিন্তু মিসাইল আছড়ে পড়ে গাজার একটি শরণার্থী শিবিরের উপর। উল্লেখ্য, শুক্রবার ইজরায়েলের হামলায় গাজায় ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। পরের দিনই প্রাণ হারিয়েছেন ৪২ জন।

ইজরায়েলি ফৌজের তরফে জানানো হয়, হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা রাদ সাদকে নিকেশ করার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেই জন্য গাজার শাতিতে অবস্থিত হামাস ঘাঁটি লক্ষ্য করে মিসাইল ছোড়া হয়। কিন্তু হামাস ঘাঁটির পরিবর্তে একটি মিসাইল আছড়ে পড়ে আল শাতি শরণার্থী শিবিরে। সেখানে ২৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ইজরায়েলি ফৌজের ছোড়া অপর মিসাইলটি পড়ে টুফা এলাকায়। সেখানে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গাজার বেশ কয়েকটি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইজরায়েলি সেনার হামলায় নিকেশ হয়েছেন হামাস নেতা সাদ। কিন্তু ইজরায়েল বা হামাসের তরফে এই নিয়ে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, পরপর দু'দিন ইজরায়েলি হামলায় গাজায় প্রাণহানির ঘটনায় তেল আভিভেই শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। শনিবার ইজরায়েলের রাজধানীতে জড়ো হন অন্তত দেড় লক্ষ মানুষ। যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে লাগাতার স্লোগান দেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, গত আট মাস ধরে হামাস নিধনে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েল। আন্তর্জাতিক মহলের চাপ উপেক্ষা করে প্যালেস্তিনীয়দের 'শেষ' আশ্রয় রাফাতেও ঢুকে পড়েছে তারা। শরণার্থী শিবিরগুলোতেও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার মাওয়াসি এলাকায় আছড়ে পড়ে একের পর এক ইজরায়েলি বোমা। এই ঘটনায় মৃত্যু হয় অন্তত ২৫ জনের। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ৪২ জনের মৃত্যু গাজায়।

গাজার হাসপাতালগুলিতে অপুষ্টিতে মৃতপ্রায় শিশুর সংখ্যা বাড়ছে!

জেরুজালেম, ২৩ জুন: গাজা ভূখণ্ডে নিহতের সংখ্যা সাড়ে ৩৭ হাজার ছাড়িয়েছে। আজও অন্তত ৪২ জন প্যালেস্টাইনি গাজা শহরের শাটি শরণার্থী শিবির ও টুফাতে ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও এই মৃত্যু-খতিয়ান অনেকাংশেই অনুমান-ভিত্তিক। আসল মৃত্যু-সংখ্যা হয়তো এর অনেক বেশি। আর তা শুধু ইজরায়েলি বোমায় নয়, না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। বিশেষ করে শিশুরা। গাজার হাসপাতালগুলিতে অপুষ্টিতে মৃতপ্রায় শিশুর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক করে চলেছে, এই দীর্ঘ যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলা অচিরেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ডেকে আনবে। সে দিকেই ক্রমশ এগোচ্ছে গাজা। খাবার নেই, পরিস্রুত পানীয় জল নেই। সমাজমাধ্যমে ভেসে উঠেছে অসংখ্য ভিডিয়ো। এমনই এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একটি সাত বছরের শিশু বলছে, সে মরে যেতে চায়। কেন জানতে চাওয়ায় তার জবাব, খাবার নেই। জল নেই। মা-বাবাও বেঁচে নেই। আমি মরে যেতে চাই। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, রাতের পর রাত ঘুম নেই। ভয় করলে জড়িয়ে ধরার জন্য প্রিয়জন নেই। চারপাশে শুধু মৃত্যু। এ সব দেখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অসংখ্য শিশু। রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুমান, জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে গাজায় ৫ লক্ষেরও বেশি প্যালেস্টাইনি অনাহারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কারণ ইজরায়েল ত্রাণ ঢুকতে দিচ্ছে না, ফলে খাদ্যাভাব সীমা ছাড়াচ্ছে।

আরকানসাসে হামলার পর ফের মার্কিন নাইটক্লাবে চলল গুলি, মৃত এক

ওয়াশিংটন, ২৩ জুন: ফের মার্কিন নাইটক্লাবে এলোপাথাড়ি গুলি। মৃত ১। জখম আরও সাত। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে কেনটাকির এক নাইটক্লাবে।

জানা গিয়েছে, প্রতি উইকেন্ডের মতো এবার ভিড় জমেছিল কেনটাকির এইচ ২০ নাইটক্লাবে। রাত একটার পর আচমকা এক বন্দুকবাজ হামলা চালায়। এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে শুরু হয়েছে। অনেকে আহত হন। তাদের মধ্যে একজনকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের নাম জোসেফ ডি বোয়ার্স। বয়স ৪০ বছর।

আরেকজন গুলিবদ্ধ অবস্থা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বাকিদের আঘাত গুরুতর নয় জানিয়েছেন চিকিৎসক। তবে বন্দুকবাজকে ধরতে পারেনি পুলিশ। কী কারণে গুলিবৃষ্টি, তাও এখনও স্পষ্ট নয়। দুষ্কৃতীর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা আগে এ মুদিখানা দোকানে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৩ জন। আহত ১০। যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। পর পর দুটি ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা।

জেলে থেকে কেজরিওয়ালের ওজন হ্রাস ৮ কেজি, আপের নিশানায় তিহাড় কর্তৃপক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন: জেলে থেকে ওজন কমছে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। স্বাস্থ্যেরও অবনতি হচ্ছে ক্রমশ। তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবার আপের নিশানায় তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবি, তিন মাসের কারাবাসে কেজরিওয়ালের প্রায় ৮ কেজি ওজন কমেছে। আপের দাবি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এত দ্রুত ওজনহ্রাস নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরাও। গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছিল ইডি। তার দু' সপ্তাহ পর তাঁকে তিহাড় জেলে পাঠানো হয়। আপ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারির আগে তাঁর ওজন ছিল ৭০ কেজি। ২২ জুন সেই ওজন ৬২ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। গত তিন মাসে কেজরির ওজন প্রায় আট কেজি কমেছে। দিল্লির শাসকদলের তরফে বলা হচ্ছে, কেজরিওয়ালের এক টানা ওজনহ্রাস যে উদ্বেগের, সেটা মানছেন চিকিৎসকরাও। তাঁরাও উদ্বিগ্ন।

আপের তরফে দাবি, 'কেজরির শীঘ্রই শারীরিক পরীক্ষা করা দরকার। তাতেই এতটা ওজন হ্রাসের সঠিক কারণ বোঝা যাবে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা সম্ভব।' তাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার জন্যই অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছিল। আর এক সপ্তাহ সময় পেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি হয়ে যেত। এরপরই আপের তরফে তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষকে নিশানা করে দাবি করা হয়, চিকিৎসকরা কেজরিকে পরোটা, পুরী জাতীয় খাবার খাওয়াতে বলেছেন। কিন্তু সেই খাবার সময়মতো দেওয়া হচ্ছে না তাঁকে। শুধু তাই নয়, তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষারও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই নিম্ন আদালত অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জামিন দিয়েছিল। কিন্তু শুক্রবারই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন আটকাতে ইডি তৎপর হয়ে ওঠে ও দ্বারস্থ হয় দিল্লি হাইকোর্টের। দিল্লি হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশ খারিজ করে দেওয়ায় জেল থেকে এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না কেজরিওয়াল।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আফগানিস্তানের ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাট আবারও চোখ রাঙাচ্ছিল। আফগান সমর্থকদের কেউ কেউ হয়তো সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ম্যাক্সওয়েলের অমন ইনিংসের কথাই ভাবছিলেন। সেই ম্যাচে ৯১ রানে ৭ উইকেট তুলে নিয়েও ম্যাক্সওয়েলের ডাবল সেঞ্চুরিতে হারতে হয় আফগানিস্তানকে। তবে আজ আর তেমনটা হয়নি। ম্যাক্সওয়েলকে ৫৯ রানে থামিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয় তুলে নিয়েছে আফগানিস্তান।

সেন্ট ভিনসেন্টে আজ অস্ট্রেলিয়াকে ১৪৯ রানের লক্ষ্য দিয়ে ২১ রানে হারিয়েছে আফগানরা। আফগানিস্তানের বোলারদের দাপটে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে গেছে ১২৭ রানে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটি আফগানিস্তানের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ জয়।

অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে ধসিয়ে দিয়েছেন মূলত গুলবদিন। ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন এই অলরাউন্ডার, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় সেরা বোলিং ফিগার। তিনি আউট করেছেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, টিম ডেভিড ও প্যাট কামিন্সকে। বোলিংয়ে তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন আফগানিস্তানের অন্য বোলাররা। ট্রাভিস হেডকে শূন্য রানে ফেরানো নাভিন উল হকও ২০ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

প্রথম ওভারে হেডকে ফেরানো নাভিন তৃতীয় ওভারে ফেরান অধিনায়ক মিচেল মার্শকে। এরপর ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে ডেভিড ওয়ার্নারকে আউট করেন মোহাম্মদ নবী। ৩২ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ৩৯ রানের জুটি গড়েন ম্যাক্সওয়েল ও স্টয়নিস। এরপরই মূলত গুলবদিন ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেন। তাঁর বাউন্সারে ইনিংসের ১১তম ওভারে আউট হন স্টয়নিস। টিম ডেভিডও উইকেটে থিতু হতে পারেননি। তাঁকেও আউট করেছেন গুলবদিন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ টানা ৮ ম্যাচ জেতার পর হার দেখল অস্ট্রেলিয়া।

এর আগে শুরুটা দারুণ করে আফগানিস্তান। রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান ওপেনিংয়ে গড়েন ১১৮ রানের জুটি। যদিও তুলনামূলক কঠিন উইকেটে অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের সামনে খুব একটা দ্রুতগতিতে রান তুলতে পারেননি তাঁরা। দুজনে ১১৮ রানের জুটি গড়েছেন ৯৫ বলে। ৪৮ বলে ৫১ রান করেছেন ইব্রাহিম। গুরবাজ করেছেন ৪৯ বলে ৬০।

এমন জুটির পর বড় একটা সংগ্রহই হওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তানের। তবে শেষ ৫ ওভারে মাত্র ২৯ রান করতে পারে তারা। এর কারণ প্যাট কামিন্সের হ্যাটট্রিক। বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের পর আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে আবারও হ্যাটট্রিক করেছেন এই পেসার। এবারও দুই ওভার মিলিয়ে তাঁর হ্যাটট্রিক। উইকেট নিয়েছেন ১৮তম ওভারের শেষ বল এবং ২০তম ওভারের প্রথম দুই বলে।

আজ কামিন্সের হ্যাটট্রিকের শুরুটা হয় ১৮ ওভারের শেষ বলে রশিদ খানকে আউট করে। এরপর ২০তম ওভারের প্রথম দুই বলে আউট করেন করিম জানাত ও গুলবদিন নাইবকে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টানা দুই ম্যাচে কোনো বোলারের হ্যাটট্রিকের ঘটনা এই প্রথম। আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয়। এর আগে ১৯৯৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টানা দুই টেস্টে হ্যাটট্রিক করেছিলেন পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে রশিদের হুংকার, ‘এটা মাত্র শুরু’

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খুব কাছে গিয়েও অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেনি আফগানিস্তান। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অতিমানবীয় এক ইনিংস চুরমার করে দিয়েছিল আফগানদের সব স্বপ্ন। আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটের ম্যাচেও আফগানদের জয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ম্যাক্সওয়েল। কিন্তু অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর ভুল করেনি আফগানিস্তান।

২১ রানে ম্যাচ জিতে নিয়ে পুরোনো হিসাবটাই যেন সমান করে দিল তারা। ম্যাচ শেষে আফগান অধিনায়ক রশিদ খান বলেছেন, দুই বছর ধরে এ জয়টাই মিস করছিলেন তাঁরা। পাশাপাশি এটা যে মাত্র শুরু, সেটাও মনে করিয়ে দিলেন তিনি। একই সঙ্গে বলেছেন সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্নের কথাও।

বিশ্বকাপের সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই জয়ের মাহাত্ম্য কেমন, তা জানতে চাইলে রশিদ বলেছেন, ‘এটা দল ও দেশের জন্য অনেক বড় একটি জয়। অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর অনুভূতি দারুণ। এটা এমন কিছু, যা আমরা ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে করতে পারিনি, এমনকি অস্ট্রেলিয়ায় ২০২২ বিশ্বকাপেও করতে পারিনি।’

অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর এখন আফগানিস্তানের সেমিফাইনালে খেলার দারুণ সুযোগ আছে। রশিদও এখন সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্নে বিভোর, ‘এটা আমাদের দেশের জন্য এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সমর্থকদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জয়। আফগানরা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, তারা এমন একটি জয়ের অপেক্ষায় ছিল। খুবই মিস করছিল। তবে এটা আমাদের জন্য মাত্র শুরু। সেমিফাইনালে খেলার সব সুযোগ আমাদের আছে।’

গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তানের হয়ে ওপেনিং করেছিলেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান। পরে ভারতের বিপক্ষে সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে জাদরানের পরিবর্তে ওপেন করেন হজরতউল্লাহ জাজাই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আবারও ফিরে আসেন জাদরান। আজ আফগানদের হয়ে দুই ওপেনারই করেছেন ফিফটি। জুটি গড়েছেন ১১৮ রানের। এ দুজনের জুটিই মূলত বদলে দিয়েছে ম্যাচের গতিপথ।

জাদরানকে ফিরিয়ে আনা নিয়ে রশিদ বলেছেন, ‘একই একাদশে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রতিপক্ষ কে, সেটাও একটা ব্যাপার। আমরা নিজেদের সেরা একাদশ খেলাতে চাইছিলাম। ভারত ম্যাচেও একই কারণে পরিবর্তন এনেছিলাম। কিন্তু আজ আমরা আবার গ্রুপ পর্বে খেলা একাদশে ফিরে গেছি।’

১৪৮ রান বড় সংগ্রহ না হলেও রশিদের বিশ্বাস ছিল তাঁরা জিততে পারবেন, ‘আমরা ভেবেছি, ১৪০ রান এখানে ভালো সংগ্রহ। ব্যাট হাতে আমরা ভালোভাবে শেষ করতে পারিনি। কিন্তু এ ধরনের উইকেটে আপনি সব সময় সংগ্রাম করবেন। শেষ দিকে আমরাও সংগ্রাম করেছি। তবে শুরুটা ভালোভাবে হওয়ায় আমরা এ সংগ্রহটা পেয়েছি। আমরা জানতাম, যদি শান্ত থাকি, তবে এই রান নিয়ে জিততে পারব।’

এই ম্যাচে আফগানিস্তানের জয়ের অন্যতম নায়ক গুলবদিন নাইব। ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে যিনি নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত রশিদ বলেছেন, ‘এটাই দলের সৌন্দর্য। দলে অনেক বেশি অলরাউন্ডার থাকায় বিকল্প পাওয়া যায়। তার (গুলবদিন) হাতে আপনি যখনই বল তুলে দেবেন, সে তা হাসিমুখে গ্রহণ করে। যেভাবে গুলবদিন বল করেছে, তার যে অভিজ্ঞতা, সেটা আজ দারুণ কাজে লেগেছে। সব মিলিয়ে দারুণ এক দলীয় প্রচেষ্টা ছিল। নবীকে ওয়ার্নারের গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটি নিতে দেখাটা দারুণ ছিল।’

ডি ব্রুইনা-টিয়েলম্যানসের গোলে জয়ে ফিরল বেলজিয়াম

বেলজিয়াম	২
রোমানিয়া	০

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্লোভাকিয়ার কাছে ১-০ গোলের হারে ইউরো শুরুর জ্বালা মনে মনে পুষে রেখেছিলেন বেলজিয়ামের খেলোয়াড়েরা। সে ম্যাচে বেলজিয়ামের দুটি গোলও বাতিল হয়েছিল। কোলনে আজ রেইনার্জিস্তাদিওনে রোমানিয়ার বিপক্ষে বেলজিয়ামের খেলোয়াড়েরা তাই আর দেরি করেননি। ম্যাচের ২ মিনিটেই গোল! আরও সঠিক করে বললে ৭৪ সেকেন্ডে।

ইউরোর ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম এবং বড় টুর্নামেন্টে বেলজিয়াম জাতীয় দলের হয়ে দ্রুততম এই গোলের পরও আরও অনেক সুযোগ পেয়েছে ডমিনিকো তেদেস্কোর দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোমানিয়ার বিপক্ষে বেলজিয়ামের জয়ের ব্যবধান ২-০। ম্যাচের শুরুতে ইউরি টিয়েলম্যানসের সেই গোলের পর ৮০মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি বেলজিয়াম অধিনায়ক কেভিন ডি ব্রুইনার।

বেলজিয়াম আরও একবার গোল উদযাপন করেছে। ৬৩ মিনিটে ডি ব্রুইনার ডিফেন্সচেরা পাস ধরে বল জালে পাঠিয়ে উদ্‌যাপন সেরে নিয়েছিলেন বেলজিয়াম স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। কিন্তু ভিএআর প্রযুক্তিতে দেখা যায় লুকাকু অফসাইড ছিলেন। গোলটি বাতিল হয়। স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ম্যাচেও অফসাইডের কারণে লুকাকুর একটি গোল বাতিল হয়।

লুকাকু জড়িয়ে আছেন বেলজিয়ামের প্রথম গোলেও। জেরেমি ডকুর পাস পেয়ে কিক নেওয়ার জন্য বলটা টিয়েলম্যানসের সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন লুকাকু। ১৮ গজ দূর থেকে জোরাল মাপা শটে গোল করতে ভুল করেননি টিয়েলম্যানস। পুরো ম্যাচেই বেলজিয়ামের এই তিন খেলোয়াড় রোমানিয়ার রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন। আর পেছন থেকে পাসে পাসে কলকাঠি নেড়েছেন ডি ব্রুইনা।

নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগে বেলজিয়ান গোলকিপার কোয়েন কাস্তিলসের দুরপাল্লাস পাস ধরে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা রোমানিয়ার ডিফেন্ডার নিতাকে পাত্তা না দিয়েই ডান পায়ের দারুণ শটে গোল করেন ডি ব্রুইনা। ২০০০ সালে নরওয়ের টমাস মাইয়ের ও নেদারল্যান্ডসের স্যান্ডর ওয়েস্টারভেল্ডের পর ইউরোর ইতিহাসে তৃতীয় গোলকিপার হিসেবে গোল করালেন কাস্তিলস।

এই ম্যাচ নিয়ে সবচেয়ে বড় বিস্ময়, মাত্র দুটি গোল হলো কীভাবে! দুই দলই প্রচুর সুযোগ পেয়েছে। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার ৪ মিনিট পরই রোমানিয়ার রাদু দ্রাগুসিনের হেড দারুণভাবে ঠেকান বেলজিয়াম গোলকিপার কাস্তিলস। দুই দলই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণনির্ভর ফুটবল খেলেছে। বেলজিয়াম রক্ষণে ঢুকছে তো রোমানিয়াও পাল্টা আক্রমণে ভয় ছড়িয়েছে বেলজিয়ান রক্ষণে।

শেষ দিকে রোমানিয়ার একটি আক্রমণে গোল লাইনের কাছ থেকে বল ‘ক্লিয়ার’ করেন বেলজিয়ামের ডিফেন্ডাররা। মোট ১৪টি শটের প্রচেষ্টা নিয়ে ৫টি শট বেলজিয়ামের পোস্টে রাখতে পেরেছে রোমানিয়া। বেলজিয়াম ২০টি শট নিয়ে ৯টি রাখতে পেরেছে পোস্টে।

বেলজিয়াম জেতায় ‘ই’ গ্রুপের সমীকরণ বেশ জমে উঠল। চার দলের সংগ্রহই ৩ পয়েন্ট করে। শীর্ষে থাকা রোমানিয়া ও দ্বিতীয় বেলজিয়াম গোল ব্যবধানেও সমান (১)। স্লোভাকিয়া গোল ব্যবধানে পিছিয়ে তৃতীয় (০)। ইউক্রেন চতুর্থ(-২)।

নিজেদের শেষ ম্যাচে ইউক্রেনের মুখোমুখি হবে বেলজিয়াম এবং রোমানিয়ার বিপক্ষে খেলবে স্লোভাকিয়া।

ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন পর্তুগাল কোচ, কুর্নিশ করলেন ৪১ বছরের ‘বুড়ো’কে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার পর্তুগাল-তুরস্ক ম্যাচ বার বার বিঘ্নিত হয়েছে দর্শকদের আচরণের জন্য। ম্যাচের মাঝে এবং পরে মিলিয়ে মোট ছ’জন ঢুকে পড়েছিলেন মাঠে। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে নিজস্বী তোলা। তাতে দলের ফুটবলার আহতও হয়েছেন। সেই ঘটনার পরেই ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছেন পর্তুগালের কোচ। একই সঙ্গে প্রশংসা করেছেন দলের অভিজ্ঞতম ফুটবলার পেপের।

প্রথম বার মাঠে ঢুকে পড়েছিল এক খুদে সমর্থক। রোনাল্ডো তাঁর সঙ্গে হাসি হাসি মুখে নিজস্বী তোলেন। তার পরে একের পর এক সমর্থক ঢুকে পড়তে থাকেন মাঠে। মেজাজ হারাতে দেখা যায় রোনাল্ডোকেও।

সেই প্রসঙ্গে পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেস বলেছেন, এটা খুবই চিন্তার বিষয়। নেহাত দর্শকদের মতিগতি ভাল ছিল। দলের তারকা ফুটবলারকে তাঁর দেশের লোকেরা ভালবাসবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা সেটা পছন্দও করি। তবে এটাও মানতে হবে কারও মতিগতি ঠিকঠাক না থাকলে সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। তখন খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমার মনে হয় না খেলোয়াড়দের সুরক্ষা নিয়ে আপস করা উচিত। দর্শকদের কাছেও একটা বার্তা দিয়ে বলা উচিত যে, এটা ঠিক নয়।

এর পরেই মার্তিনেস প্রশংসা করেছেন পেপে। ফুটবল খেলার প্রতি পেপের ভালবাসা দেখে গর্বিত তিনি। বলেছেন, যদি কোনও নিরপেক্ষ দর্শক আমাদের ম্যাচ দেখে এবং পেপের উপর নজর রাখে, তা হলে মনেই হবে ৪১ বছরের কেউ খেলছে। পেপে পেশাদার হিসাবে আমাদের কাছে একটা উদাহরণ। যে ভাবে ম্যাচে মনঃসংযোগ করে, ম্যাচ বোঝার চেষ্টা করে, তাতে সবার কাছে ও উদাহরণ।

টানা দুই হ্যাটট্রিকে কামিন্সের বিরল কীর্তি

জর্ডানের হ্যাটট্রিকে ইংল্যান্ডের শূন্যতাপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হ্যাটট্রিক করাকে কি অভ্যাস বানিয়ে ফেললেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার প্যাট কামিন্স!

অ্যান্টিগায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৮তম ওভারের শেষ দুই বল এবং ২০তম ওভারের প্রথম বলে উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিক করেন কামিন্স। আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে আবারও হ্যাটট্রিক করেছেন এই পেসার। এবারও দুই ওভার মিলিয়ে তাঁর হ্যাটট্রিক। উইকেট নিয়েছেন ১৮তম ওভারের শেষ বল এবং ২০তম ওভারের প্রথম দুই বলে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টানা দুই ম্যাচে কোনো বোলারের হ্যাটট্রিকের ঘটনা এই প্রথম। আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয়। এর আগে ১৯৯৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টানা দুই টেস্টে হ্যাটট্রিক করেছিলেন পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম বোলার হিসেবে দুটি হ্যাটট্রিকের মালিক এখন কামিন্স। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি লাসিথ মালিঙ্গার ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুটি হ্যাটট্রিক আছে।

পঞ্চম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দুটি হ্যাটট্রিক করলেন কামিন্স। এর আগে টি-টোয়েন্টিতে দুটি হ্যাটট্রিক করেছেন মালিঙ্গা, টিম সাউদি, মার্ক পাবলোবিচ, ওয়াসিম আব্বাস। তবে এঁদের কেউই টানা দুই ম্যাচে এই কীর্তি গড়তে পারেননি।

কামিন্সের আজকের হ্যাটট্রিক নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দেখল অষ্টম হ্যাটট্রিক। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৬০তম। এই সংস্করণে ৪ বলে ৪ উইকেট নেওয়ার কীর্তিও আছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্বাডোজ তাঁর জন্মস্থান। সেই বার্বাডোজেরই ব্রিজটাউনে আজ ইংল্যান্ডের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন ক্রিস জর্ডান। দলের হয়ে শেষ ওভারে বল হাতে নিয়ে জর্ডান তুলে নিয়েছেন ৬ বলে ৪ উইকেট, তিনটিই টানা। জর্ডানের ক্যারিয়ারের তো বটেই, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেই ইংল্যান্ডের কোনো বোলারের প্রথম হ্যাটট্রিক এটি। তবে এবারের বিশ্বকাপে সব দল মিলিয়ে তৃতীয়। জর্ডানের সুবাদে সংখ্যায় সংখ্যায় দেখে নেওয়া যাক আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির হ্যাটট্রিকের গল্প।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আট আসরে হ্যাটট্রিক হয়েছে মোটে ৬টি।

আর ২০২৪ আসরে সেমিফাইনালের আগেই হ্যাটট্রিক হলো তিনটি। জর্ডানের আগের দুটি প্যাট কামিন্সের। অস্ট্রেলিয়ান পেসার টানা দুই হ্যাটট্রিক করেছেন বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে।

বাদ পড়তে পারে ভারতও, সুযোগ আছে বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি

অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তান জিতলে

সুপার এইটে নিজেদের শেষ ম্যাচে যদি অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তান জেতে, তাহলে তিন দলের পয়েন্ট সমান ৪ করে হবে। ভারতের বিপক্ষে যদি অস্ট্রেলিয়া ১ রানে জেতে, নেট রানরেটে অস্ট্রেলিয়াকে পেছনে ফেলে সেমিফাইনালে উঠতে বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানিস্তানকে জিততে হবে ৩৬ রানে। রান তাড়া করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া যদি শেষ বলে জয় পায়, তাহলে ১৬০ রান করলে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৫.৪ ওভারে জিততে হবে আফগানদের।

ভারতের নেট রানরেট ২.৪২৫। শক্ত অবস্থানে থাকা ভারতকে ছিটকে সেমিফাইনালে উঠতে হলে অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানকে তাদের শেষ ম্যাচ জিততে হবে বড় ব্যবধানে। ভারতের নেট রানরেট ছাড়িয়ে যেতে তাদের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়াকে জিততে হবে ৪১ রানে। আর আফগানিস্তানের তখন সেমিফাইনালে যেতে হলে বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে হবে ৩১ রানে। পাশাপাশি ভারতের কাছে অস্ট্রেলিয়াকে হারতে হবে ৫৫ রানে।

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া জিতলে

এ ক্ষেত্রে ৪ পয়েন্ট করে নিয়ে সেমিফাইনালে উঠবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের পয়েন্ট হবে ২ করে এবং দুই দলই ছিটকে যাবে সুপার এইট থেকে।

ভারত ও আফগানিস্তান যদি জেতে

এমনটা হলে ভারত ও আফগানিস্তান সেমিফাইনালে উঠবে। কারণ, ভারতের ৬ পয়েন্ট আর আফগানিস্তানের ৪ পয়েন্ট হবে। অস্ট্রেলিয়া ২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের ৩ নম্বরে থাকবে। বাংলাদেশ বিদায় নেবে কোনো পয়েন্ট না পেয়ে।

কোপা আমেরিকার ১০৮ বছরের ইতিহাসে এবারই যা প্রথম ঘটল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকার ১০৮ বছরের ইতিহাসে আগে গোল হজম করার পর কখনোই ম্যাচ জিততে পারেনি ভেনেজুয়েলা। অন্যদিকে ২০০৭ সালের পর আগে গোল করে কখনো হারেনি ইকুয়েডর। এমন পরিস্থিতিতে ১০ জনের ইকুয়েডরের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ার পর ভেনেজুয়েলা সমর্থকেরা হয়তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ইতিহাস গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নামা ভেনেজুয়েলার খেলোয়াড়েরা হাল ছাড়েননি। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দলটি। দুই বদলি খেলোয়াড় জনডার কাদিজ ও এদুয়ার্দ বেল্লোর গোলে শেষ পর্যন্ত ২,১ গোলে জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে তারা। যার মধ্য দিয়ে কোপা আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম পিছিয়ে পড়ার পর জয়ের দেখাও পেল ভেনেজুয়েলা।

লেভি’স স্টেডিয়ামে ভালো খেলতে থাকা ইকুয়েডরের জন্য ২২ মিনিটেই ম্যাচটা অসম হয়ে পড়ে। ভেনেজুয়েলার ডিফেন্ডার হোসে মার্তিনেজের বুকে বুট দিয়ে আঘাত করে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইকুয়েডরের স্ট্রাইকার ইনার ভ্যালেন্সিয়া। রেফারি যদিও শুরুতে হলুদ কার্ড দেখিয়েছিলেন, পরে ভিএআরে যাচাই করে সিদ্ধান্ত বদলে দেখানো হয় লাল কার্ড। ১০ জনের দল নিয়েই ভেনেজুয়েলাকে চমকে দেয় ইকুয়েডর। ম্যাচের ৪০ মিনিটে জেরেমি সারমিয়েন্তোর গোল এগিয়ে যায় তারা।

পিছিয়ে পড়লেও ভেনেজুয়েলা অবশ্য হাল ছাড়েনি। বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল তারাই। তবে ফল পাওয়ার জন্য ভেনেজুয়েলাকে অপেক্ষা করতে হয় ম্যাচের ৬৪ মিনিট পর্যন্ত। বদলি নামা কাদিজের গোলে সমতায় ফেরে তারা।

১০ মিনিট পর সুযোগসন্ধানী এক গোলে ভেনেজুয়েলাকে ২,১ গোলে এগিয়ে দেন আরেক বদলি বেল্লো। এই গোলটিই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দেয় ম্যাচে। জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ভেনেজুয়েলা। দলকে জয় এনে দিয়ে উচ্ছ্বসিত বেল্লো ম্যাচ শেষে বলেন, ‘দলের হয়ে গোল করে ম্যাচ জিততে সহায়তা করতে পারাটা দারুণ আনন্দের। এই তিন পয়েন্ট সামনে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।’

‘বি’ গ্রুপের অন্য ম্যাচে জ্যামাইকাকে ১,০ গোলে হারিয়েছে মেক্সিকো। টেক্সাসে শুরু থেকেই দাপটের সঙ্গে খেলেছে উত্তর আমেরিকার দেশটি। জ্যামাইকাকে চাপে রেখে একের পর এক সুযোগও তৈরি করে তারা। কিন্তু কখনো নিজেদের ভুলে আবার কখনো প্রতিপক্ষ রক্ষণের দৃঢ়তায় গোলবঞ্চিত হয়েছে তারা।

শেষ পর্যন্ত ৬৯ মিনিটে জেরার্দো আর্তেগাই মেক্সিকোকে এনে দেয় স্বস্তির গোলটি। বল দখলে পিছিয়ে থাকা জ্যামাইকাও অবশ্য দারুণ কিছু সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলের দেখা পায়নি তারা। হারের হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**